ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

Digital Media Act No. : DM /34/2021 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ ● বর্ষ ঃ ৪ সংখ্যা ঃ ৩৫১ ● কলকাতা ● ১৪ পৌষ, ১৪৩১ ● সোমবার ● ৩০ ডিসেম্বর, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ৫ টাকা

বাংলাদেশের সঙ্গে আবেগের সম্পর্ক ভেঙে যাওয়ায় কষ্ট পেয়েছি : মিঠুন চক্রবর্তী

পৃঃ ৫

লম্বা সময়ের জন্য ছিটকে গেলেন স্টোকস

পৃঃ ৬

রবিবার দুপুরে লালবাজারে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়েছিলেন রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমার

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

বাংলাদেশের পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ বেড়েছে বাংলায়। ধরা পড়ছে বাংলাদেশের নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠনের সদস্যরা। দেখা যাচ্ছে, ভারতের বাসিন্দা না হওয়া সত্ত্বেও বহু বাংলাদেশি এই পশ্চিমবঙ্গ থেকেই ভারতের পাসপোর্ট নিয়ে বহাল তবিয়তে বিদেশে চলে যাচ্ছেন। সেই ইস্যুতেই এবার মুখ খুলল কলকাতা ও রাজ্য পুলিশ। পশ্চিমবঙ্গের কোনও ভুয়ো নথি ব্যবহার করে যাতে কেউ পাসপোর্ট না পায়, তা নিশ্চিত করা হচ্ছে বলে আশ্বাস দিয়েছে পুলিশ। একই সঙ্গে রাজীব কুমার জানিয়েছেন, রাজ্য পুলিশ ও কলকাতা পুলিশের ট্র্যাক রেকর্ড খুব ভাল। বাংলাদেশের পরিস্থিতির কোনও প্রভাব বাংলায় পড়তে দেওয়া হবে না বলে আশ্বস্ত করেছেন তিনি।রবিবার দুপুরে লালবাজারে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়েছিলেন রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমার, কলকাতার পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মা, এডিজি আইন শৃঙ্খলা জাভেদ শামিম।

এদিন সাংবাদিক বৈঠকে রাজীব কুমার বলেন, "পুলিশের দায় নেই। ঠিকানা ভেরিফাই করার পাসপোর্টের ক্ষেত্রে ভূমিকা নেই পুলিশের। পাসপোর্ট অথরিটি নির্দেশ দিয়ে রেখেছে। আমরা বলেছি এটা পরিবর্তন করতে হবে।" বিদেশ মন্ত্রকের গাইডলাইন বিভ্রান্তিকর বলেই পুলিশের দাবি। রাজীব কুমার জানিয়েছেন, বর্তমানে পাসপোর্ট ভেরিফাই করার জন্য পুলিশ কারও বাড়িতে যেতে পারে না, কাউকে থানায় ডাকতেও পারে না। আর সেই ফাঁক গলেই জালিয়াতির ঘটনা ঘটে যাচ্ছে। তাই এই নিয়ম পরিবর্তনের কথা বলছেন অফিসাররা।একই প্রশ্ন তুলেছেন এডিজি আইন শৃঙ্খলা জাভেদ শামিমও। তিনি বলেন, "রবিবার দুপুরে আমরা সব সিনিয়র অফিসাররা আছি মানে বুঝতেই পারছেন, আমরা কতটা সিরিয়াস। কোনও উগ্রবাদী যাতে ভারতীয় পাসপোর্ট না পায়, তার জন্য যা যা করণীয় সব করছে রাজ্য পুলিশ।" জাভেদ শামিম আরও উল্লেখ করেন, বর্ডারের কাছে একটা নির্দিষ্ট দূরত্ব পর্যন্ত যেতে পারে পুলিশ। সব এজেন্সির সঙ্গে যোগাযোগ রেখে কাজ করা হচ্ছে বলেও জানিয়েছেন তিনি।

প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করলেন বাইডেন

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

শনিবার ভারতের প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংয়ের শেষ কৃত্য সম্পন্ন হয়েছে খুবই সুষ্ঠুভাবে। দেশ বিদেশের বহু রাষ্ট্রনেতা শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন প্রয়াত মনমোহন সিংকে। সেই প্রসঙ্গেই শ্রদ্ধা জানান আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো

এরপর ৪ পাতায়

হাসপাতাল পৌঁছে যাবে মানুষের দরবারে, নববর্ষে বড় উপহার অভিষেকের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

দীর্ঘদিন ধরে সরকারি পরিষেবা ঘরের কাছে পাওয়ার জন্য সাধারণ মানুষের জন্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দুয়ারে সরকার প্রকল্পের আয়োজন করেছিলেন। এবার কিছুটা সেই একই পথে হাঁটলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। পরীক্ষায় রোগ ধরা পড়লে তৎক্ষণাৎ তা নির্ণয়ও করা হবে। শুধু বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষাই নয়। বিনামূল্যে ওষুধও দেওয়া হবে শিবির থেকেই। তার জন্য অ্যাপ ভিত্তিক রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। তারপর মিলবে রিয়েল টাইম আপডেট। তার জন্য জরুরি হেল্প ডেস্কও থাকবে। এই কর্মসূচি চলবে ৭৫ দিন ধরে। যার জন্য আটশোরও বেশি চিকিৎসক যোগ দেবেন শিবিরে। প্রতি শিবিরে অন্তত দু'জন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক থাকবেন। সঙ্কটজনক রোগীদের জরুরি চিকিৎসার প্রয়োজন হলে রেফারেল সিস্টেমে ১২টি সরকারি-বেসরকারি হাসপাতালে পাঠানো হবে জানা গিয়েছে।নতুন বছরে ডায়মন্ড হারবারবাসীর জন্য ঘোষণা করলেন বড় উপহার। ডায়মন্ড হারবারে সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্যে কথা ভেবে স্বাস্থ্যে পরিষেবার কথা বললেন তিনি।

২ জানুয়ারি থেকে শুরু হবে সেবাশ্রয় স্বাস্থ্য শিবির। ডায়মন্ড হারবারের এসডিও মাঠে হবে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান।প্রথম পর্বের কর্মসূচি চলবে ২ থেকে ১১ জানুয়ারি পর্যন্ত। গত নভেম্বর মাসে আমতলায় অডিটোরিয়ামে চিকিৎসকদের সঙ্গে 'সমন্বয়' নামে একটি বৈঠক করেন অভিষেক। সেই সভা থেকেই নিজের সংসদীয় এলাকার মানুষের স্বাস্থ্য পরিষেবা জন্য কর্মসূচির ঘোষণা করেন তিনি। যার পোশাকি নাম দেওয়া হয়েছে 'সেবাশ্রয়'।এই পরিষেবার মাধ্যমে ডায়মন্ড হারবারের সাত বিধানসভায় হবে স্বাস্থ্য শিবির। প্রতিটি বিধানসভায় ১০ দিন করে শিবির করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। দশ দিনের মধ্যে সাতদিন শিবির পরিচালনায় থাকবেন জেনারেল মেডিসিনের চিকিৎসকেরা। এক এক দিন বিধানসভাভিত্তিক ৪০টি শিবির করার পরিকল্পনা রয়েছে। পরের তিনদিন সুপার স্পেশালিটি বিভাগের চিকিৎসকেরা থাকবেন। রক্ত পরীক্ষার পাশাপাশি পোর্টেবল ইসিজিও করা যাবে শিবিরে। রক্তের হিমোগ্লোবিন পরীক্ষার সঙ্গে ডেঙ্গি পরীক্ষারও সুবিধা মিলবে।

শুভেন্দুর দুর্গ নন্দীগ্রামে বিজেপিতে ভাঙন, দল ছাড়লেন ২ নেতাসহ ৫০ কর্মী

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

রাজনীতি করার অভিযোগ তুলে বিজেপি ছাড়লেন নন্দীগ্রামের ২ বিজেপি নেতাসহ প্রায় ৫০ জন। নন্দীগ্রামের গোকুলনগরেবিজেপি নেতা অশোক করণ ও নন্দীগ্রাম ১ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ দেবাশিস দাসসহ প্রায় ৫০ জন বিজেপি নেতা-কর্মীরা বিজেপি ছেড়েছেন বলে জানিয়েছেন। বিজেপির বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও অস্থিরতার রাজনীতি করার অভিযোগ তুলেছেন তাঁরা।তবে নন্দীগ্রামে বিজেপির ভাঙনকে হালকাভাবে নিতে রাজি নয় রাজনৈতিক মহল। তাদের দাবি, শুভেন্দু অধিকারীর রাজনীতির সঙ্গে সহমত হতে পারছেন না নন্দীগ্রামের অনেকেই। শুধু নন্দীগ্রামে নয়, রাজ্য বিজেপির অনেক নেতাও এই রাজনীতির সঙ্গে সহমত নন। যার ফলে আগামীতে আরও বড় প্রভাব পড়তে পারে বিজেপিতে।পালটা নন্দীগ্রামের বিজেপি বিধায়ক শুভেন্দু অধিকারী বলেন, যে গেছে সে যাক। ওতে বিজেপিতে কোনও প্রভাব পড়বে না। নন্দীগ্রামের হিন্দুরা শুভেন্দু অধিকারী ও নরেন্দ্র মোদীর পাশে আছে।

সম্প্রতি ১৮ দিনের মধ্যে নন্দীগ্রামে খুন হয়েছেন ২ জন তৃণমূলকর্মী। বদলি হয়েছেন নন্দীগ্রাম থানার আইসি অভিজিৎ মণ্ডল। তারই মধ্যে বিজেপি নেতাদের দলত্যাগ নিয়ে নতুন করে জল্পনা শুরু হয়েছে। দলত্যাগ করা নেতাদের দাবি, পশ্চিমবঙ্গে অস্থিরতার রাজনীতি করতে চাইছে বিজেপি। যা আগামীর জন্য ভালো নয়। এছাড়া পঞ্চায়েতেও ব্যাপক দুর্নীতি হচ্ছে। দলের ওপরমহলে জানিয়েও লাভ হয়নি। ফলে দলবদল করতে বাধ্য হয়েছি।প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মন কি বাত অনুষ্ঠানে যোগদান করতে রবিবার নন্দীগ্রামের গোকুলনগরে হাজির ছিলেন স্থানীয়

এরপর ৩ পাতায়

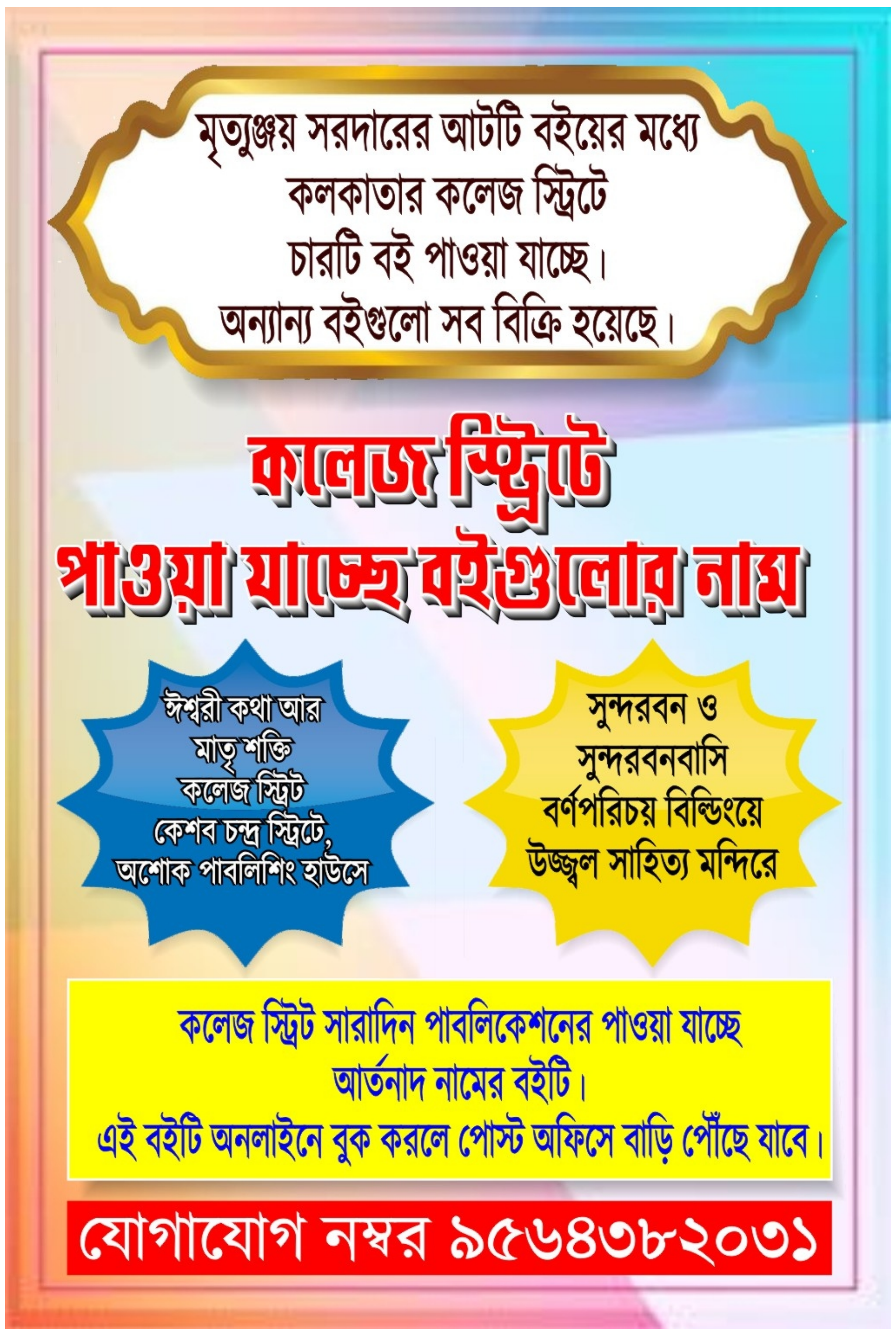

পুলিশ সেজে বাড়িতেও পৌঁছে যাচ্ছে সাইবার প্রতারকেরা! নয়া কৌশল

বলাই চাঁদ মুখোপাধ্যায়, হরিপাল, হুগলি

সরকারি কর্মী সেজে সোজা বাড়িতে পৌঁছে যাচ্ছে সাইবার প্রতারকেরা। ভুয়ো গ্রেফতারি পরোয়ানা দেখিয়ে ভয়ও দেখাচ্ছে। তাদের ফাঁদে পা দিলেই বিপত্তি। এই মর্মে নয়ডায় একটি সতর্কবার্তা জারি করা হয়েছে। বিভিন্ন আবাসন কর্তৃপক্ষ ফ্ল্যাটগুলির বাসিন্দাদের হাতে সেই সতর্কবার্তা তুলে দিয়েছেন।স্থানীয় পুলিশ জানিয়েছে, এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত তাদের কাছে কোনও অভিযোগ দায়ের হয়নি। তবে সাইবার প্রতারণা এবং 'ডিজিটাল গ্রেফতারি' নিয়ে এলাকাবাসীকে সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়েছে পুলিশও। তাদের বক্তব্য, সাইবার অপরাধদমন শাখা চেষ্টা করছে। কিন্তু এই ধরনের 'ডিজিটাল গ্রেফতারি' থেকে বাঁচতে তৎপর হতে হবে সাধারণ মানুষকেই।যদিও স্থানীয় পুলিশ এখনও পর্যন্ত এ বিষয়ে কোনও অভিযোগ পায়নি বলে জানিয়েছে।

'ডিজিটাল গ্রেফতারি' বেড়ে গিয়েছে। ভুয়ো পরিচয়ে ফোন করে অনলাইনেই হাতিয়ে নেওয়া হচ্ছে সর্বস্ব। তা নিয়ে বার বার সতর্ক করছে প্রশাসন। এর মাঝেই 'ডিজিটাল গ্রেফতারি'র নতুন কৌশল নিয়ে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে নয়ডায়। ফ্ল্যাটের বাসিন্দাদের যে সতর্কবার্তা দেওয়া হয়েছে, তাতে এমন একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন কর্তৃপক্ষ। তাতে বলা হয়েছে, সম্প্রতি একটি আবাসনে ভুয়ো পরিচয়ে এসেছিলেন প্রতারকেরা। তাঁরা দাবি করেছিলেন, তাঁরা আদালত থেকে আসছেন। কোর্ট সংক্রান্ত কাজ

এরপর ৩ পাতায়

ব্রহ্মপুত্র নদীতে বাঁধ দিয়ে চাপ বাড়াতে চাইছিল চিন, পাল্টা চাল ভারতের

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

এবার চিনের পাল্টা জবাব দিল ভারত। কয়েকদিন আগেই জানা গিয়েছিল যে ভারতে থাকা ব্রহ্মপুত্র নদীর (Brahmaputra River) ওপর চিন বিশ্বের বৃহত্তম ড্যাম বা বাঁধ বানানোর ক্ষেত্রে অনুমোদন দিয়েছে। এদিকে চিন যদি এটা করতে সফল হয়, তাহলে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে ভারতের ক্ষমতা অনেকটাই চিনের হাতে চলে আসবে বলে মনে করা হচ্ছিল। জানিয়ে রাখি, এই ব্রহ্মপুত্র নদী শুধু ভারত নয়, গোটা বাংলাদেশের তেষ্টা নিবারণ করে। তবে সে যে কথায় আছে না ওস্তাদের মার শেষ রাতে ভারতও একপ্রকার সেরকমই একটি উপায় বের করেছে যার জেরে ড্রাগনের দেশের চিন্তা নতুন করে বাড়তে পারে। একদিকে চীন যখন ব্রহ্মপুত্র নদীর ওপর বৃহত্তর বাঁধ নির্মাণের পরিকল্পনা করছে সেখানে অন্যদিকে ব্রহ্মপুত্র নদীর কাছে থাকা সিয়াং নদীকে নিজেদের ব্রহ্মাস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে পারে ভারত বলে মনে করা হচ্ছে।

চিনকে পাল্টা জবাব ভারতের!

এখন আপনিও নিশ্চিত ভাবছেন যে এই সিয়াং নদী কিভাবে ভারতের ব্রহ্মাস্ত্র হয়ে উঠতে পারে? তাহলে জানিয়ে রাখি, উত্তর-পূর্ব দিয়ে বয়ে যাওয়া সিয়াং নদী শীতকালে খুব শান্ত দেখায়। তবে বর্ষাকালে এই নদী কার্যত বিধ্বংসী রূপ ধারণ করে। বাড়তি জলে ফুলেফেঁপে ওঠে এবং তার জেরে আশেপাশের জায়গায় বন্যার সৃষ্টি করে। এহেন অবস্থায় সরকারের তরফে এমন একটি উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে যার জেরে সাধারণ মানুষের কষ্ট লাঘব হবে, আবার ঠিক তেমনি চিনকে ভালো রকমের জবাবও দেওয়া যাবে বলে মনে করা হচ্ছে।

আসলে ভারত সরকার এবার সিয়াং নদীর উপর নির্মিত আপার মাল্টিপারপাস প্রজেক্ট নিয়ে ময়দানে নামতে চলেছে। সরকার এই প্রকল্পের মাধ্যমে প্রতি বছর যে বন্যা হয় তা কেবল নিয়ন্ত্রণ করার পরিকল্পনা করছে না, বরং ব্যাকআপ তৈরী করতে চাইছে।

চিনের পাল্টা ব্যাকআপ প্ল্যান ভারতের?

এই নদীর জলটি সেচের কাজ এবং বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্যও ব্যবহার করতে চায় ভারত। এছাড়াও চিন যদি কোনোভাবে ব্রহ্মপুত্রের জল বন্ধ করে দেয়, তাহলে সিয়াং নদীর জল দিয়ে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মানুষের তৃষ্ণা মেটানোর চেষ্টা করতে পারে ভারত। মাল্টিপারপাস প্রজেক্টের ঘটনা এটিই প্রথম নয়। ভারতে শতদ্রু নদীর উপর অনেক বাঁধ রয়েছে যেমন ভাকরা নাঙ্গাল বাঁধ, দামোদর ভ্যালি প্রকল্প। ভারত সরকারের এহেন পরিকল্পনার একটাই উদ্দেশ্য, দেশের চিনের প্রভাব যেনতেন প্রকারে কমানো। ব্রহ্মপুত্র নদ উত্তর-পূর্বের জীবনরেখা। এই প্রকল্পের মাধ্যমে ভারতের বিরুদ্ধে চাপ প্রয়োগের কৌশল অবলম্বন করার চেষ্টা করছে চিনের। তবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী চিনের এই পদক্ষেপ সময়মতো আঁচ করতে পেরেছেন। সেই কারণেই এই বিষয়ে সতর্কতামূলক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

৮ বছর ক্যান্সারের সঙ্গে লড়াই, প্রথমবারেই NEET পরীক্ষায় সফল ২০ বছরের মধুরিমা

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

কথায় আছে, কষ্ট করলে কেষ্ট মিলবেই। ক্যান্সারের সঙ্গে লড়াই করছেন ২০ বছর বয়সী মধুরিমা দত্ত। কিন্তু মারণরোগকে হার মানিয়ে NEET-পরীক্ষায় চূড়ান্ত সাফল্য পেলেন মধুরিমা দত্ত। আজ জানাব, মধুরিমার অদম্য ইচ্ছা এবং লড়াইয়ের কাহিনী। আসলে সম্পূর্ণ সাহস এবং আত্মবিশ্বাস থাকলে যেকোনও কঠিনতম জিনিসও যে আদায় করা সম্ভব, সেটাই বোঝালেন ২০ বছর বয়সী মধুরিমা।এরপর ALLEN কেরিয়ার ইনস্টিটিউটের মাধ্যমে স্ব-অধ্যয়ন শুরু করেন কিন্তু তার স্বাস্থ্য দিনের পর দিন খারাপ হতে শুরু করে। মধুরিমার চোখভর্তি ছিল চিকিৎসক হওয়ার স্বপ্ন। অবশেষে মারণরোগ সঙ্গে লড়াই করতে করতেই NEET পরীক্ষায় বসেন মধুরিমা, রাজ্যে ২৭৯,০৬৬ জনের মধ্যে ২৯৫ তম স্থানে উত্তীর্ণ হন মধুরিমা। মধুরিমা জানিয়েছে, "NEET-এর প্রস্তুতি প্রতিটি ছাত্রের জন্য চ্যালেঞ্জিং, কিন্তু আমার জন্য এটা ছিল শারীরিক এবং মানসিক উভয় দিকেই লড়াই। আমার দুর্বল রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা এবং ঘন ঘন সংক্রমণ হওয়া সত্ত্বেও আমি হাল ছাড়িনি। NEET হল ধৈর্য, কঠোর পরিশ্রমের পরীক্ষা।" মধুরিমার বোন ঋতুরিমাও NEET টপার হয়েছে।ত্রিপুরার গোমতী উদয়পুরের বাসিন্দা মধুরিমা, তিনি সম্প্রতি মারণরোগ ক্যান্সারকে পরাজিত করেছেন এবং NEET পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ডাক্তার হওয়ার স্বপ্ন বাস্তবায়ন করেছেন। তবে এই জার্নি তাঁর আজকের নয়, ২০১৬ সাল থেকে চলছে। ২০১৬ সালে, মাত্র ১২ বছর বয়সে মধুরিমা যখন ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়তেন, তখনই "নন-হজকিন্স লিম্ফোমা" ক্যান্সার

এরপর ৩ পাতায়

ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে পর্যটকদের ভিড় তীর্থ শহর নবদ্বীপে, টোটোর দৌরাত্ম্য নাজের হাল সাধারণ মানুষ

অভিজিৎ সাহা, নবদ্বীপ, নদিয়া

নদীয়া জেলার তীর্থ নগরী নবদ্বীপ শহরে ডিসেম্বরের ২৫ তারিখ থেকে সারা সপ্তাহব্যাপী পর্যটকদের ঢল নেমেছে। বড়দিন উপলক্ষে নবদ্বীপ মায়াপুর ইসকন মন্দির এবং নবদ্বীপ শহরের বিভিন্ন মঠ মন্দিরে ভক্তবৃন্দ ও পর্যটকদের সমাগমে তীর্থ নগরী পরিপূর্ণ। তীর্থযাত্রীরা নবদ্বীপে আসা তে ব্যবসায়ীদের মুখে ফুটিয়ে হাসি ফুটে উঠেছে। নবদ্বীপ ধাম স্টেশন এবং বিষ্ণুপ্রিয়া হল্ট স্টেশন মাঝখানে শহর তীর্থ নগরী। প্রতিদিন হাজার হাজার তীর্থযাত্রী ট্রেন থেকে নেমেই টোটো এবং হাঁটা পথে পৌঁছান মায়াপুরে যাওয়ার জন্য নবদ্বীপ বড়ালঘাট। শীত মরশুমের পৌষ মাস মানেই ঘোরার সময় বা বনভোজনের সময়। পর্যটকরা টোটো চেপে যখন বিভিন্ন জায়গায় ঘোরে টোটোর চাপে সাধারণ মানুষ নাজের হাল হতে হচ্ছে দৈনিক।

অবশ্যই টোটো শ্রমিকদের অর্থের প্রয়োজন। কিন্তু তারা কোনোরকম নিয়ম শৃঙ্খলা না মেনেই যত্রতত্র টোটো দার করিয়ে ভিড় জমায়েত করে দিচ্ছেন। ট্রেন আসলে পরে বিষ্ণুপ্রিয়া হল্ট স্টেশন থেকে নবদ্বীপ শহরের মালঞ্চ পাড়া মোড় পর্যন্ত কয়েকশো টোটোর চাপে দু মিনিটের রাস্তা ১০ মিনিটেও পৌঁছানো যাচ্ছে না। বিষ্ণুপ্রিয়ায় রেলগেট পড়লে দুই প্রান্তেই সারিবদ্ধ ভাবে টোটো, বিভিন্ন ছোট চার চাকার যান, সাইকেল দাঁড়িয়ে থাকে। অসুস্থ রোগী নিয়ে অ্যাম্বুলেন্স যাওয়ার রাস্তা থাকেনা। বিষ্ণুপ্রিয়ার মালঞ্চ পাড়া রোডের এবং কুঠিরপাড়া এলাকার রাস্তা দুই ধারে সারিবদ্ধ ভাবে থাকে টোটো। একটি টোটো স্ট্যান্ড

এরপর ৩ পাতায়

৩১ ডিসেম্বর বাংলাদেশে আত্মপ্রকাশ করছে নব্য রাজাকার বাহিনীর নয়া রাজনৈতিক দল

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

আগামী ৩১ ডিসেম্বর মঙ্গলবার বর্ষবিদায়ের দিনেই বাংলাদেশের রাজনীতিতে আত্মপ্রকাশ করছে নব্য রাজাকার বাহিনীর নয়া রাজনৈতিক দল। ওই দিন বিকেল চারটের সময়ে কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে পাক গুপ্তচর বাহিনী আইএসআইয়ের পরিকল্পনা অনুযায়ী বিশেষ সমাবেশের ডাক দিয়েছে 'নব্য রাজাকারদের' সংগঠন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন।আচমকাই

এরপর ৪ পাতায়

১০ হাজার মানুষ কে মহাভোগ বিতরণ

কলকাতা

প্রতি বছরের মতো এ বছরও বেলপুকুর যুবক সংঘের উদ্যোগে টিজি রোড, রবীন্দ্র নগর, মাটিয়াবুর্জে খিচড়ি মহাভোগের আয়োজন করা হয়েছে। বেলপুকুর যুবক সংঘের প্রধান সাংগঠনিক সম্পাদক সুরদা বাহাদুর সোনার (পাপুল দাই) জানান, কালী পুজার আয়োজনে এই অনুষ্ঠানটি একটি সমাপনী অনুষ্ঠানের মতো। প্রতি বছরের মতো এবারও খিচড়ি, পাপড়, আচার, বেগুন ভাজা, পাকোড়া ইত্যাদি প্রায় ১০ হাজার মানুষকে মহাভোগ হিসেবে পরিবেশন করা হয়। সবচেয়ে ভালো ব্যাপার হলো প্রতি বছর এত মানুষ ভক্তি সহকারে মাতা কালীর মহাভোগ গ্রহণ করে, এটি পারস্পরিক ঐক্য ও সদিচ্ছার প্রতীক বলে জানান এই মহা আয়োজনে সংঘের প্রতিটি কর্মী সহযোগিতা করেছেন। এটা অতুলনীয়। এসময় উপস্থিত ছিলেন সমাজসেবক ও শিল্পপতি ধনঞ্জয় সিংহ, সঞ্জয় জয়সওয়াল, আবুল কালাম, চন্দ্র বাহাদুর সোনার, শচীন রবিদাস, পরস সোনার, বিনোদ সোনার প্রমুখ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মোছা হল হাসিনার গ্রাফিতি! 'অনিচ্ছাকৃত', দায়সারা ভুল স্বীকার কর্তৃপক্ষের

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

রাতারাতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্তম্ভ থেকে মুছে ফেলা হল শেখ হাসিনার গ্রাফিতি। শনিবার গভীর রাতে এই ঘটনা প্রকাশ্যে আসার পরই বিক্ষোভ, সমালোচনা শুরু হতেই দায়সারাভাবে ভুল স্বীকার করল কর্তৃপক্ষ। অভিযোগ ছিল, প্রোক্টরের উসকানিতেই এই ঘৃণ্য কাজ হয়েছে। তাই তাঁর পদত্যাগের দাবিও উঠেছিল।ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের আরও দাবি, "প্রক্টোরিয়াল টিমের উপস্থিতিতে গত রাতেই শিক্ষার্থীরা মুছে ফেলা গ্রাফিতি অতি দ্রুত সময়ের মধ্যে এঁকেছেন। এই স্তম্ভটিকে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আনুষ্ঠানিক ঘৃণাস্তম্ভ হিসেবে স্বীকৃতি দেবে। ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে ছাত্র-জনতার এই ঘৃণাকে যুগ যুগ ধরে সংরক্ষণের দায়িত্ব বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন গ্রহণ করবে।"এসবের চাপে রবিবার বিকেলে কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হল, এটা প্রোক্টরিয়াল টিমের অনিচ্ছাকৃত ভুল। এর জন্য আন্তরিকভাবে দুঃখপ্রকাশ করা হচ্ছে। ঘটনা ঠিক কী? জানা গিয়েছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি সংলগ্ন মেট্রো রেলের পিলারে আঁকা শেখ হাসিনার গ্রাফিতির অর্ধেকটাই মুছে ফেলা হয়েছিল। সেখানে অন্য কিছু আঁকা

এরপর ৩ পাতায়

ধৃত পাসপোর্ট জালিয়াতির মূল অভিযুক্ত

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

দিন দু'য়েক আগে আস্তানা বদলে লাভ হল না। কলকাতা পুলিসের হাতে গ্রেফতার পাসপোর্ট জালিয়াতি কাণ্ডের অন্যতম মূল অভিযুক্ত মনোজ গুপ্ত। ঠাকুরপুকুর থানা এলাকার বাসিন্দা হলেও দু'দিন আগে উত্তর ২৪ পরগনার গাইঘাটা এলাকার এক ভাড়া বাড়িতে থাকতে শুরু করেন তিনি। শনিবার মধ্যরাতে সেই বাড়ি থেকেই তাঁকে গ্রেফতার করে পুলিস।পাসপোর্ট হারিয়ে গেলে যে জেনারেল ডায়েরি করা হয়ে থাকে, সেটি নিয়েও ওসিদের সতর্ক করেছেন নগরপাল। এক পুলিস কর্তা জানান, আবেদনকারীর ঠিকানা যাচাইয়ের পাশাপাশি পুলিশের ভূমিকায় যাতে আদালতে কোনও প্রশ্ন না ওঠে, তা নিশ্চিত করতে বলা হয়েছে এ দিনের বৈঠকে। পাসপোর্ট যাচাই সংক্রান্ত যাবতীয় নথি তালিকাবদ্ধ (ডকুমেন্টেড) করতে বলা হয়েছে। সেই সঙ্গে পাসপোর্ট যাচাইয়ের সামগ্রিক প্রক্রিয়া ভাল ভাবে খতিয়ে দেখতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সহকারী নগরপাল এবং ডিভিশনাল উপ-নগরপালদের। রবিবার সাংবাদিক সম্মেলন করেন রাজীব কুমার। তিনি জানান, এবার থেকে জেলাস্তরে পাসপোর্টের জন্য জমা পড়া নথি যাচাইয়ের সম্পূর্ণ দায় জেলার পুলিস সুপারের উপর। কলকাতার ক্ষেত্রে হলে ডেপুটি পুলিস কমিশনারের উপর। রাজ্য পুলিশের ডিজি জানান, পাসপোর্ট সংক্রান্ত নথি যাচাইয়ের দায়িত্ব পাসপোর্ট কর্তৃপক্ষের। সেক্ষেত্রে একাধিক ফাঁক রয়েছে। পুলিসের অভিযোগ, এই ফাঁককে কাজে লাগিয়ে জাল পাসপোর্ট বানিয়েনিচ্ছে অনেকে।জাল পাসপোর্ট মামলার তদন্তে ইতিমধ্যে একাধিক

এরপর ৩ পাতায়

২ পাতার পর

ধৃত পাসপোর্ট জালিয়াতির মূল অভিযুক্ত

অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে লালবাজার। পুলিসের সন্দেহ, ভুয়ো নথিপত্রের মাধ্যমে জাল পাসপোর্ট বানিয়ে দিচ্ছে একটি চক্র। ওই মামলার তদন্তে কলকাতা এবং শহরতলির বেশ কিছু অঞ্চলে হানা দেয় পুলিশের দল। মাস দু'য়েক আগে ভবানীপুর থানায় একটি পাসপোর্ট জালিয়াতির অভিযোগ হয়। সেই মামলার সূত্র ধরেই শনিবার মনোজকে গ্রেফতার করে পুলিস।

মনোজের বাড়ি ঠাকুরপুকুর থানার শীলপাড়া এলাকায়। পাসপোর্ট জালিয়াতি কাণ্ডের তদন্তে উঠে আসে তাঁর নাম। তবে তাঁর নাগাল পাচ্ছিল না পুলিস। মনোজের সন্ধানে বিভিন্ন জায়গায় হানাও দেন তদন্তকারীরা। অবশেষে তাঁকে পাকড়াও করেন তাঁরা। গাইঘাটার চাঁদপাড়া ঢাকুরিয়া এলাকার একটি বাড়িতে অভিযান চালিয়ে ধরা হয় তাঁকে। পুলিস জানিয়েছে, জাল নথি ব্যবহার করে পাসপোর্ট তৈরির যে চক্র মাথাচাড়া দিয়েছে, তার অন্যতম মাথা ওই মনোজ। রবিবারই তাঁকে আদালতে হাজির করানো হবে।

ভুয়ো পাসপোর্ট নিয়ে ইতিমধ্যেই কড়া অবস্থান নিয়েছে লালবাজার। এ বার পাসপোর্টের পুলিসি যাচাই নিয়ে থানার ওসিদের নির্দেশ দিলেন কলকাতার নগরপাল মনোজ বর্মা। শনিবার কলকাতা পুলিসের মাসিক অপরাধ দমন বৈঠকে নগরপালের নির্দেশ, পাসপোর্টের আবেদনপত্র যাচাই করে জমা নেওয়ার আগে তা নিয়ে থানায় যিনি পাসপোর্টের দায়িত্বপ্রাপ্ত নোডাল অফিসার, তাঁর সঙ্গে কথা বলতে হবে ওসিদের। সূত্রের খবর, বর্তমানে পাসপোর্টের আবেদন করার পরে আবেদনকারী অতীতে কোনও অপরাধমূলক কাজে লিপ্ত ছিলেন কিনা অথবা তাঁর জন্ম তারিখ ঠিক আছে কিনা, তা খতিয়ে দেখে পুলিস। এ বার তারই সঙ্গে ভিন্ রাজ্যে আবেদনকারীর নামে কোনও দুষ্কর্মের অভিযোগ আছে কিনা, সেটাও দেখতে বলা হয়েছে। এর জন্য সব থানাকে সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলির সঙ্গে যোগাযোগ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

১-ম পাতার পর

শুভেন্দুর দুর্গ নন্দীগ্রামে বিজেপিতে ভাঙন, দল ছাড়লেন ২ নেতাসহ ৫০ কর্মী

বিধায়ক তথা রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, 'যে গেছে সে যাক। ওতে বিজেপির কোনও ক্ষতি হবে না। নন্দীগ্রামের হিন্দুরা শুভেন্দু অধিকারী ও নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে রয়েছে। এখানে একটা হিন্দু ভোটও কাটতে পারবে না। এখানকার হিন্দুরা জানে পশ্চিমবঙ্গ যাতে বাংলাদেশ না হয় সেজন্য কী করতে হবে। আর মুসলমানরা জানেন খারিজি মাদ্রাসাগুলিকে টিকিয়ে রাখতে গেলে কাকে ভোটে দিতে হবে।'

২ পাতার পর

৮ বছর ক্যান্সারের সঙ্গে লড়াই, প্রথমবারেই NEET পরীক্ষায় সফল ২০ বছরের মধুরিমা

আক্রান্ত হন মধুরিমা। তখন থেকেই মুম্বইয়ের টাটা মেমোরিয়াল এবং জাসলোক হাসপাতালে তাঁর চিকিৎসা চলছে। মধুরিমার প্রতিটি পদক্ষেপে তাঁকে সমর্থন জানিয়েছেন তাঁর মা রত্না দত্ত।তাঁর কথায়, "চিকিৎসার সময় অনেক অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল মধুরিমাকে। প্রতিবার, চিকিৎসার ছয় মাসের মধ্যে তাঁর রোগটি ফিরে আসত। এরপর চিকিৎসকেরা তাঁর কেমোথেরাপি শুরু করেন। এমনকী মধুরিমার বড় বোন ঋতুরিমার অস্থিমজ্জা ম্যাচের কারণে মধুরিমার অস্থিমজ্জা প্রতিস্থাপিত হয়। এরপর মধুরিমা দুই মাস আইসিইউতে ছিলেন। তবে চিকিৎসা চলাকালীন মধুরিমাকে আমেরিকায় তৈরি একটি বিশেষ ওষুধ দেওয়া হয়েছিল, যে ওষুধ ভারতে প্রথম মধুরিমাই পেয়েছে। পাঁচ বছর মুম্বাইয়ে থাকার পরেও পড়াশোনা ছাড়েননি মধুরিমা। মধুরিমার পড়াশোনার প্রতি অত্যন্ত আগ্রহ থাকায় তাঁর স্কুলের শিক্ষকরা তাঁর জন্য মুম্বইতে বই পাঠাতে থাকতেন। তাঁর স্কুলের শিক্ষকরাও তাঁকে খুব সাহায্য করেছেন। বাড়িতে ফেরার পর মধুরিমা বাড়িতে বসেই দশম ও দ্বাদশ বোর্ড পরীক্ষার প্রস্তুতি নেন। তবে শুধুমাত্র পরীক্ষা দিতে স্কুলে গিয়েছিলেন মধুরিমা। তিনি আলাদা কক্ষে পরীক্ষা দিতেন। মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক উভয় পরীক্ষাতেই ৯৬ শতাংশ নম্বর পেয়েছিলেন মধুরিমা।

২ পাতার পর

পুলিশ সেজে বাড়িতেও পৌঁছে যাচ্ছে সাইবার প্রতারকেরা! নয়া কৌশল

রয়েছে ওই আবাসনের এক পরিবারের সঙ্গে। কিন্তু আবাসনের নিরাপত্তারক্ষীরা তাঁদের ঢুকতে দেননি। পরে আবার পুলিশ নিয়ে এসেছিলেন তাঁরা। তবে সেই পুলিশও ছিল 'ভুয়ো'। পুলিশ দেখে কিছুটা ঘাবড়ে যান নিরাপত্তারক্ষীরা। প্রতারকদের বাড়িতে ঢুকতে দেন তাঁরা। তার পর একটি ফ্ল্যাটে গিয়ে তাঁরা দীর্ঘ ক্ষণ দরজায় কড়া নাড়ে। গ্রেফতারির ভয়ও দেখায়। কিন্তু ওই ফ্ল্যাটের বাসিন্দারা দরজা খোলেননি। কিছু ক্ষণ পর আবাসন থেকে চলে যায় অভিযুক্তেরা। এই ঘটনার পরেই নড়েচড়ে বসেন কর্তৃপক্ষ। সতর্কবার্তা পৌঁছে দেওয়া হয় এলাকার প্রত্যেক আবাসনে।

২ পাতার পর

ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে পর্যটকদের ভিড় তীর্থ শহর নবদ্বীপে, টোটোর দৌরাত্ম নাজের হাল সাধারণ মানুষ

নতুন করে উদ্বোধন হলেও সেখানে কোনরূপ টোটো দেখা যায় না।

নবদ্বীপ থানা এবং পৌরসভার তরফ থেকে বিভিন্ন রকম ভাবে এই ব্যাপারে নজর দেওয়া হলেও টোটো শ্রমিকরা সম্পূর্ণটাই এড়িয়ে চলছেন পুরো প্রশাসনের আইন কানুন কে।

বিষ্ণুপ্রিয়া রেলগেটের মুখে রেল কর্তৃপক্ষ এবং নবদ্বীপ থানার তরফ থেকে ট্রাফিক পুলিশ অবশ্যই দেওয়া প্রয়োজন, তা না হলে যখন তখন বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। নিত্যযাত্রীদের একই কথা স্কুল ছাত্র ছাত্রীদের নিয়ে সঠিক সময়ে পৌঁছানো যায় না বিদ্যালয়ে। পৌষ মাস শুধু নয় বারোমাসই এই এলাকায় প্রচন্ড ভীড় হয়।

রবিবার সকাল থেকেই বড়ালঘাট চৌমাথা থেকে রানীর ঘাট হয়ে রাধারানী মন্দির থেকে হলি চাইল্ড কেজি স্কুল পর্যন্ত কম করে ২০০ থেকে ৩০০ টোটো মাল গাড়ির মতন সারিবদ্ধ ভাবে তিনটি লাইন করে রাস্তা জ্যাম করে দেয় । বহু সাধারণ মানুষকে পায়ে হেঁটে সাইকেলে মোটর সাইকেলে এই রাস্তাটুকু পৌঁছাতে আধ ঘন্টার উপর সময় লেগে যায়। পুনরায় নবদ্বীপ পৌরসভা নবদ্বীপ থানা নজর প্রয়োজন।

পর্যটকরাও এই ব্যাপারে অখুশি। সাধারণ মানুষের সঙ্গে টোটো শ্রমিকদের প্রায় বচসা লেগে যায়।নবদ্বীপ বড়ালঘাট, স্বরুপগঞ্জ থেকে মায়াপুর ফেরিঘাটে প্রচন্ড ভিড়ের জন্য পুলিশ প্রশাসনের নজরদারি সবসময় জন্য রাখা রয়েছে।

পর্যটকদের ভিড়ে যাতে কোনো রকম অসুবিধা না হয় নৌকোপার হতে সেই ব্যাপারে ফেরিঘাট অ্যাসোসিয়েশন এর পক্ষ থেকে গৌতম মৃধা জানান সিসি ক্যামেরা, পুলিশ প্রশাসন, ভলেন্টিয়ার, পর্যাপ্ত পরিমাণ নৌকো, আলো সহ সমস্ত রকম ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। দেশ-বিদেশ থেকে পূ ণ্যার্থীরা ও পর্যটকরা প্রতিবছর আসেন এই বছর একটু বেশি। তার মধ্যে চলছে নবদ্বীপ শহরের বিভিন্ন মঠ মন্দিরে নাম সংকীর্তন এবং কীর্তনের দল নিয়ে নবদ্বীপ নগর পরিক্রমা। বারো মাসে ১৩ পার্বণ লেগেই আছে তীর্থ নগরীতে।

২ পাতার পর

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মোছা হল হাসিনার গ্রাফিতি! 'অনিচ্ছাকৃত', দায়সারা ভুল স্বীকার কর্তৃপক্ষের

হয়। তাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোক্টরের উসকানি রয়েছে, এই খবর ছড়িয়ে পড়তে রাত আড়াইটা নাগাদ টিএসসির সামনে জড়ো হয়ে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন ছাত্রছাত্রীরা। ভোর সাড়ে চারটা পর্যন্ত বিক্ষোভ চলে। পরে 'ঘৃণাস্তম্ভে' শেখ হাসিনার আরেকটি গ্রাফিতি আঁকা হয়। এনিয়ে তুমুল ঝামেলা হয়।

রবিবার সকাল থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে পড়ুয়ারা জড়ো হয়ে বিক্ষোভ শুরু করেন। দাবি তোলা হয় প্রোক্টরের পদত্যাগের। চাপে পড়ে কর্তৃপক্ষ পরে সাংবাদিক বৈঠকে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে জানায়, "আমরা অতি দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, ২৮ ডিসেম্বর গভীর রাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজু ভাস্কর্যের পিছনে মেট্রোরেলের দুটি পিলারে থাকা শেখ মুজিব এবং শেখ হাসিনার ঘৃণাসূচক গ্রাফিতি মুছে ফেলার চেষ্টা করা হয়। জুলাই আন্দোলনে এই দুটি গ্রাফিতি বিপ্লব, প্রতিরোধ এবং ফ্যাসিবাদ ধ্বংসের প্রতিনিধিত্ব করে। এই স্মৃতিকে তাজা রাখা এবং পরের প্রজন্ম ছড়িয়ে দেওয়া আমাদের দায়িত্ব। এটি প্রক্টোরিয়াল টিমের অনিচ্ছাকৃত ভুল। আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখ প্রকাশ করছি। ভবিষ্যতে এ ব্যাপারে আমরা আরও সতর্ক থাকার অঙ্গীকার করছি।"

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর 'মন কি বাত' (১১৭ তম পর্ব) অনুষ্ঠানের বাংলা অনুবাদ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

আমার প্রিয় দেশবাসী, নমস্কার। ২০২৫ তো প্রায় এসেই গেল, এই তো দরজায় কড়া নাড়ছে। ২০২৫ সালের ২৬শে জানুয়ারি আমাদের সংবিধান কার্যকর হওয়ার পঁচাত্তর বছর পূর্ণ হতে চলেছে। আমাদের সবার জন্য অত্যন্ত গৌরবের ব্যাপার। আমাদের সংবিধান-নির্মাতারা আমাদের যে সংবিধান দিয়ে গিয়েছেন তা কালের প্রবাহে প্রতিটি মানদণ্ডে সাফল্য পেয়েছে। সংবিধান আমাদের জন্য এক দিশারী আলোকবর্তিকা, আমাদের পথপ্রদর্শক। ভারতের সংবিধানের কারণেই আমি আজ এখানে পৌঁছেছি, আপনাদের সঙ্গে কথা বলতে পারছি। এই বছর ২৬শে নভেম্বর, সংবিধান দিবস থেকে এক বছর ধরে চলবে এমন অনেক কাজ শুরু হয়েছে। দেশের নাগরিকদের সংবিধানের ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত করার জন্য কনস্টিটিউশন-সেভেন্টিফাইভ-ডট-কম নামে এক বিশেষ ওয়েবসাইটও বানানো হয়েছে। এতে আপনি সংবিধানের প্রস্তাবনা পাঠ করে নিজের ভিডিও আপলোড করতে পারেন। আলাদা-আলাদা ভাষায় সংবিধান পাঠ করতে পারেন, সংবিধানের ব্যাপারে প্রশ্নও জিজ্ঞাসা করতে পারেন। মন কি বাতের শ্রোতাদের কাছে, স্কুলপড়ুয়া বাচ্চাদের কাছে, কলেজে যাওয়া যুবক-যুবতীদের কাছে আমার অনুরোধ, আপনারা অবশ্যই এই ওয়েবসাইটে গিয়ে দেখুন, এর অংশ হয়ে উঠুন।

বন্ধুরা, আগামী মাসের তেরো তারিখ থেকে প্রয়াগরাজে মহাকুম্ভও অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। এই সময় ওখানকার সঙ্গমতটে পূর্ণ উদ্যমে প্রস্তুতি চলছে। আমার মনে আছে, এই কিছুদিন আগে যখন আমি প্রয়াগরাজে গিয়েছিলাম তখন হেলিকপ্টার থেকে গোটা কুম্ভ ক্ষেত্র দেখে হৃদয় প্রসন্ন হয়ে গিয়েছিল। এত বিশাল! এত সুন্দর! এত মহৎ!

বন্ধুরা, মহাকুম্ভের বিশেষত্ব কেবল এর বিশালতার মধ্যেই নয়, কুম্ভের বিশেষত্ব এর বিবিধতার মধ্যেও ধরা আছে। এই উদ্যোগে কোটি-কোটি মানুষ এসে একত্রিত হন। লক্ষ-লক্ষ সন্ন্যাসী, হাজার-হাজার রীতি-পরম্পরা, শত-শত সম্প্রদায়, বহু আখড়া, প্রত্যেকে এই আয়োজনের অংশ হয়ে ওঠেন। কোথাও কোনও বিভেদ নেই, কেউ এখানে বড় নন, কেউ ছোট নন। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের এই দৃশ্য বিশ্বের আর কোথাও দেখা যায় না। এই জন্য আমাদের কুম্ভ ঐক্যের মহাকুম্ভও হয়ে ওঠে। এবারের মহাকুম্ভও ঐক্যের মহাকুম্ভের মন্ত্রকে শক্তিশালী করে তুলবে। আমি আপনাদের সবাইকে বলব, যখন কুম্ভে অংশ নেব আমরা, তখন ঐক্যের এই সঙ্কল্পকে নিজের সঙ্গে নিয়ে ফিরব। সমাজে বিভেদ আর বিদ্বেষের ভাবনাকেও নষ্ট করার সঙ্কল্প নেব আমরা। কম শব্দে যদি প্রকাশ করতে হয় আমাকে, তাহলে বলব-

মহাকুম্ভের সন্দেশ, এক হোক গোটা দেশ।

মহাকুম্ভের সন্দেশ, এক হোক গোটা দেশ।

আর যদি ভিন্ন ভাবে বলতে হয় তাহলে আমি বলবঃ

গঙ্গার নিরন্তর ধারা, মোদের সমাজ যেন না হয় ঐক্যহারা।

গঙ্গার নিরন্তর ধারা, মোদের সমাজ যেন না হয় ঐক্যহারা।।

বন্ধুরা, এবার প্রয়াগরাজে দেশ ও বিশ্বের ভক্তরা ডিজিটাল মহাকুম্ভেরও সাক্ষী হবেন। ডিজিটাল নেভিগেশনের সহায়তায় আপনারা আলাদা আলাদা ঘাট, মন্দির, সাধু-সন্ন্যাসীদের আখড়া পর্যন্ত পৌঁছনোর রাস্তা পেয়ে যাবেন। এই নেভিগেশন সিস্টেম আপনাদের পার্কিং পর্যন্ত পৌঁছতেও সাহায্য করবে। এই প্রথম বার কুম্ভমেলা আয়োজনে এআই চ্যাটবটের প্রয়োগ হবে। এই চ্যাটবটের মাধ্যমে ১১টি ভারতীয় ভাষায় কুম্ভ মেলার সঙ্গে যুক্ত সব রকম তথ্য জানা যাবে। এই চ্যাটবটে বিভিন্ন ধরনের টেক্সট টাইপ করে কিংবা মুখে বলে যে কোন ধরনের সহায়তা আপনারা চাইতে পারেন। সম্পূর্ণ মেলা প্রাঙ্গণকে এআই-পাওয়ারড ক্যামেরায় ঢেকে দেওয়া হচ্ছে। কুম্ভে যদি কেউ নিজের পরিচিতজনের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যান তাহলে এই ক্যামেরাগুলি তাকে খুঁজতেও সাহায্য করবে। ভক্তরা ডিজিটাল লস্ট এন্ড ফাউন্ড সেন্টারের সুবিধাও পাবেন। তাদের মোবাইলে government approved tour packages, থাকার জায়গা আর হোমস্টে সম্বন্ধেও জানানো হবে। আপনারাও যদি মহাকুম্ভে যান তাহলে এই সুবিধাজনক ব্যবস্থাগুলির সুফল নেবেন এবং #"একতা কা মহাকুম্ভ"-এর সঙ্গে নিজের সেলফি অবশ্যই আপলোড করবেন।

বন্ধুরা, মন কি বাত অর্থাৎ MKB-তে এবারে বলি KTB-র কথা। যারা প্রবীণ মানুষ তাদের মধ্যে অনেকেরই হয়তো কঞঈ সম্বন্ধে জানা নেই। কিন্তু ছোটদের জিজ্ঞাসা করুন, KTB ওদের কাছে সুপারহিট। KTB কৃষ, ট্রিশ, বালটিবয়। আপনারা সম্ভবত জানেন ছোটদের পছন্দের অ্যানিমেশন সিরিজ, যার নাম "কঞঈ - ভারত হ্যায় হাম", এখন তার দ্বিতীয় সিজনও চলে এসেছে। এই তিনটি অ্যানিমেশন ক্যারেক্টার আমাদের ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সেই সব নায়ক-নায়িকাদের সম্বন্ধে বলে যাদের নিয়ে তেমন ভাবে আলোচনা হয় না। সম্প্রতি এর সিজন টু বিশেষ সমারোহের সঙ্গে ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল অফ ইন্ডিয়া, গোয়াতে লঞ্চ হয়েছে। সবচেয়ে দুর্দান্ত ব্যাপার, এই সিরিজটি শুধু ভারতের অনেকগুলি ভাষায় নয়, এমনকি বিদেশি ভাষাতেও সম্প্রচার হয়। দূরদর্শনের পাশাপাশি অন্য ওটিটি প্ল্যাটফর্মেও এটি দেখা যায়।

বন্ধুরা, আমাদের অ্যানিমেশন ফিল্মের, রেগুলার ফিল্মের, টিভি সিরিয়ালের জনপ্রিয়তা এটা প্রমাণ করে যে, ভারতের ক্রিয়েটিভ ইন্ডাস্ট্রির কতটা ক্ষমতা রয়েছে। এই ইন্ডাস্ট্রি যে শুধু দেশের উন্নতির ক্ষেত্রে বড় অবদান রেখে চলেছে তাই নয়, বরং আমাদের অর্থনীতিকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাচ্ছে। আমাদের ফিল্ম এবং এন্টারটেইনমেন্ট ইন্ডাস্ট্রি বিরাট। দেশে কত রকম ভাষায় সিনেমা তৈরি হয়, ক্রিয়েটিভ কনটেন্ট তৈরি হয়। আমি আমাদের ফিল্ম এবং এন্টারটেইনমেন্ট ইন্ডাস্ট্রিকে এই জন্য অভিনন্দন জানাই, কারণ তারা এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত- এই ভাবনাকে আরো শক্তিশালী করে তুলেছে।

বন্ধুরা, ২০২৪ সালে আমাদের চলচ্চিত্র জগতের অনেক বিখ্যাত ব্যক্তিত্বের শততম জন্মজয়ন্তী আমরা পালন করছি। এই মহাপুরুষরা ভারতীয় সিনেমাকে বিশ্বের দরবারে পরিচিতি দিয়েছেন। রাজকাপুরজি ফিল্মের মাধ্যমে সারা পৃথিবীকে ভারতের সফট পাওয়ারের সঙ্গে পরিচয় করিয়েছেন। রফি সাহেবের চমৎকার কণ্ঠস্বর সকলের হৃদয়কে ছুঁয়ে যেত। ওঁর কণ্ঠস্বর ছিল অদ্ভুত। ভক্তিগীতি হোক, রোমান্টিক গান হোক কিংবা বিরহের গান, সমস্ত অনুভূতিকে তিনি নিজের কণ্ঠস্বরের মাধ্যমে জীবন্ত করে তুলেছিলেন। একজন শিল্পী হিসেবে ওঁর প্রতিভা সম্পর্কে এভাবেই আন্দাজ করা যায় যে, আজও যুবক-যুবতীরা ওঁর গান সেই একইরকম আগ্রহের সঙ্গে শোনে, এটাই টাইমলেস আর্টের পরিচয়। আক্কিনেনি নাগেশ্বর রাও গারু তেলুগু সিনেমাকে নতুন উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছিলেন। ওঁর সিনেমায় ভারতীয় ঐতিহ্য এবং মূল্যবোধের প্রদর্শন করা হয়েছে। তপন সিনহাজির সিনেমা সমাজকে এক অন্য দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখিয়েছে। ওঁর সিনেমায় সামাজিক চেতনা এবং রাষ্ট্রীয় ঐক্যের বার্তা থাকত। আমাদের পুরো ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির জন্য এই মহান ব্যক্তিদের জীবন অনুপ্রেরণার মতোই।

বন্ধুরা, আমি আপনাদের আরেকটা আনন্দের কথা জানাতে চাই। ভারতের ক্রিয়েটিভ ট্যালেন্টকে পৃথিবীর সামনে রাখার এক বড় সুযোগ আসতে চলেছে। আগামী বছর আমাদের দেশে প্রথম বার ওয়ার্ল্ড অডিয়ো ভিসুয়াল এন্টারটেইনমেন্ট সামিট অর্থাৎ WAVES সামিটের আয়োজন হতে চলেছে। আপনারা সকলে দাবোসের ব্যাপারে শুনেছেন, যেখানে পৃথিবীর অর্থনীতি জগতের মহারথীরা যুক্ত হন। সে ভাবে এই সামিটে সারা পৃথিবীর মিডিয়া এবং এন্টারটেইনমেন্ট ইন্ডাস্ট্রির বিশেষজ্ঞ, ক্রিয়েটিভ জগতের মানুষরা ভারতে আসবেন। এই সামিট ভারতকে গ্লোবাল কনটেন্ট ক্রিয়েশনের হাব হিসেবে পরিচিতি দেওয়ার জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। আমার এটা বলতে গর্ব হচ্ছে যে, এই সামিটের প্রস্তুতির সময়ে আমাদের দেশের ইয়ং ক্রিয়েটররাও সম্পূর্ণ আগ্রহের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছেন। যখন আমরা পাঁচ ট্রিলিয়ন ডলার ইকোনমির দিকে এগিয়ে চলেছি, তখন আমাদের ক্রিয়েটর ইকোনমি এক নতুন শক্তির সঞ্চার করছে। আমি ভারতের সমগ্র এন্টারটেইনমেন্ট এবং ক্রিয়েটিভ ইন্ডাস্ট্রিকে বলতে চাই যে, আপনারা ইয়ং ক্রিয়েটর হোন বা প্রতিষ্ঠিত শিল্পী হোন বা বলিউডের সঙ্গে যুক্ত অথবা আঞ্চলিক সিনেমার সঙ্গে যুক্ত বা টিভি ইন্ডাস্ট্রির পেশাদার হোন অথবা অ্যানিমেশন বিশেষজ্ঞ বা গেমিং-এর সঙ্গে যুক্ত বা এন্টারটেইনমেন্ট টেকনোলজির ইনোভেটর হোন, আপনারা সকলে ওয়েভস সামিটের অংশ হয়ে উঠুন।

আমার প্রিয় দেশবাসী, আপনারা সবাই জানেন যে, ভারতীয় সংস্কৃতির প্রকাশ আজ দুনিয়ার প্রতিটি প্রান্তে পৌঁছে যাচ্ছে। আজ আমি আপনাদের তিন মহাদ্বীপে এমন প্রয়াসের ব্যাপারে বলব, যা আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের বৈশ্বিক বিস্তারের সাক্ষী। এগুলো একে অন্যের থেকে শত-শত মাইল দূরে অবস্থিত। কিন্তু ভারতের সংস্কৃতি জানার এবং সেটা থেকে শেখার আগ্রহ তাদের মধ্যে একইরকম।

বন্ধুরা, চিত্রকলার দুনিয়া যেমন রঙিন, তেমন সুন্দর। আপনারা যাঁরা টিভির মাধ্যমে মন কি বাতের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন, তাঁরা এখনই কিছু চিত্রকলা টিভিতে দেখতে পাবেন। এই সব চিত্রকলায় আমাদের দেবী-দেবতা, নৃত্যকলা আর মহাপুরুষদের

এরপর ৪ পাতায়

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

৪ বর্ষ ৩৫১ সংখ্যা ৩০ ডিসেম্বর, ২০২৪ সোমবার ১৪ পৌষ, ১৪৩১

১-ম পাতার পর

প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করলেন বাইডেন

বাইডেন। তিনি এক শোক বার্তায় বলেন, মনমোহন সিংয়ের কৌশলগত দূরদর্শিতা ও রাজনৈতিক সাহসিকতা ছাড়া আমেরিকা ও ভারতের বন্ধন এতটা মজবুত হত না। ২৬ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার রাতে দিল্লির এইমসে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন ৯২ বছরের অর্থনীতিবিদ। মনমোহনের প্রয়াণে এক্স হ্যান্ডেলে শোকপ্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি থেকে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধী-সহ বিশিষ্টজনেরা। পাকিস্তান, রাশিয়া, ফ্রান্স, মালয়েশিয়া, ব্রিটেন, পর্তুগাল-সহ বিশ্বের নানা দেশ শোকবার্তা পাঠায়। মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী তো মনমোহন সিংকে তাঁর হৃদয়ের বন্ধু বলে সম্বোধন করেন।

জো বাইডেন তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে আরও লেখেন, "জিল এবং আমি প্রাক্তন ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংয়ের প্রয়াণে গভীরভাবে শোকাহত। আমরা এই সময় ভারতের মানুষের সঙ্গে রয়েছি। আজকে আমেরিকা ও ভারতের মধ্যে অভূতপূর্ব সহযোগিতার বন্ধন গড়ে উঠেছে।" তিনি জানান, মনমোহন সিংয়ের উদার মানসিকতার জন্যই আজ ভারত ও মার্কিনের সম্পর্ক এতো নিবিড় হয়েছে। উল্লেখ্য, ২০০৪ সালে প্রধানমন্ত্রিত্ব চলে আসে মনমোহনের কাছে। সময় নষ্ট না করে সবার প্রথম আমেরিকার সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপনের প্রক্রিয়া শুরু করলেন তিনি। কাজটা সহজ ছিল না। আমেরিকা তখন পাকিস্তানের 'বন্ধু'। আর ভারত বন্ধু রাশিয়া বরাবরই মার্কিন বিরোধী। রাশিয়া থেকেই বিরোধিতা আসতে পারে জেনেও মনমোহন আমেরিকার সঙ্গে সম্পর্ক দৃঢ় করেন।

সম্পাদকীয়

দক্ষিণ কোরিয়ার বিমান দুর্ঘটনায় বন্দর জুড়ে হাহাকার

দক্ষিণ কোরিয়ার মুয়ান বিমানবন্দরে এখন কেবলই কান্না আর শোকের বন্যা। বিমানে ৬ জন কর্মী-সহ ১৮১ জন যাত্রী ছিলেন। সম্ভবত তাঁদের মধ্যে অন্তত ১৭৯ জনেরই মৃত্যু হয়েছে। স্বাভাবিক ভাবেই রবিবার সারাদিন সমস্ত উড়ানই বাতিল হয়েছে সেখানে। বিমানবন্দরের সর্বত্রই কেবল হাহাকার আর কান্নার শব্দ।দুর্ঘটনার চারঘণ্টা পরে বিমানবন্দরে অপেক্ষমাণ দুর্ঘটনাগ্রস্ত বিমানটির যাত্রীদের আত্মীয়দের জানিয়ে দেওয়া হয়, সম্ভবত প্রায় কেউই বেঁচে নেই। সঙ্গে সঙ্গে হতাশা ও কান্নায় ভেঙে পড়ার শব্দ পাওয়া যায়। অনেকে চৈতন্য হারিয়ে মাটিতে পড়ে যান। কেউ বেঁচে আছেন কিনা, এই প্রশ্নে মাথা নিচু করে বন্দর আধিকারিক জানিয়ে দেন, "দুর্ভাগ্যজনক হলেও আমাদের তেমনই মনে হচ্ছে।" বহু ব্যক্তিকেই সেখানে বিলাপ করতে দেখা যায়। কারও মনে পড়ছিল, গতকালও কথা হয়েছে যে আপনজনের সঙ্গে আর তার সঙ্গে কখনও দেখা হবে না। পরে দুর্ঘটনাগ্রস্তদের পরিবারের তরফে আর্জি জানানো হতে থাকে দুর্ঘটনাস্থলে তাঁদের যেতে দেওয়ার জন্য। কিন্তু সেই অনুমতি মেলেনি।বিমানবন্দরের কনফারেন্স রুমে সমস্ত যাত্রীদের আত্মীয়স্বজনের উদ্দেশে যখন জানানো হয়, সম্ভবত অধিকাংশ যাত্রীই মারা গিয়েছেন তখনই এক যাত্রীর আত্মীয় কাতর স্বরে বলে ওঠেন, "কেউই কি বেঁচে নেই?" এই অসহায় প্রশ্নেই যেন ধরা রয়েছে ভয়াবহ দুর্ঘটনার তীব্রতাটুকু।

ব্যাঙ্কক থেকে ফিরছিল বিমানটি। কিন্তু রানওয়েতে অবতরণের সময় সেটি পিছলে যায়। আর তারপর তা একটি দেওয়ালে গিয়ে ধাক্কা মারে। ঘটে যায় প্রচণ্ড বিস্ফোরণ। আগুনের শিখা ঝলসে ওঠে। আকাশ ঢেকে ফেলতে থাকে কালো ঘন ধোঁয়া। দেখা যায় ধোঁয়ার ভিতরে ঢাকা পড়ে যাচ্ছে বিমানটি। মনে করা হচ্ছে, পাখির সঙ্গে ধাক্কায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়েই ঘটে গিয়েছে এই দুর্ঘটনা। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় উদ্ধারকাজ। সমস্ত যাত্রীকেই বিমান থেকে বের করার চেষ্টা শুরু হয়। কিন্তু মাত্র দুজনকে জীবিত অবস্থায় সেখান থেকে বার করা গিয়েছে বলে দাবি। মনে করা হচ্ছে, ১৭৯ জনই মারা গিয়েছে।

কোজাগরী লক্ষ্মী পূজা সঠিকভাবে পালন করলে বহু ফল পাওয়া যায় মানব জীবনে

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

তাহলে এই লেখায় চোখ রাখতে ভুলবেন না যেন। কারণ লেখাটি পড়া মাত্র আপনার জীবনের ছবিটা যে বদলে যাবে সে বিষয়ে কিন্তু কোনও সন্দেহ নেই!

"ওম হ্রিম শ্রিম লক্ষ্মী ভায়ো নমহঃ", এই মন্ত্রটিকেই লক্ষ্মী মহা মন্ত্র বলা হয়ে থাকে। এমনটা বিশ্বাস করা হয় যে প্রতি শুক্রবার মায়ের পুজো করার পর এক মনে যদি এই মন্ত্রটি ১০৮ বার পাঠ করা যায়, তাহলে মায়ের নেক দৃষ্টি পরে তার ভক্তের উপর। **ক্রমশঃ**

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(ছত্রিশতম পর্ব)

বছর পুরোনো। red ochre জাতীয় একধরণের মেটে সিঁদুরচর্চিত।

ভিলেনডর্ফের ভেনাস। আনুমানিক ৩০০০০ বছর পুরোনো। ভিয়েনার ন্যাচারাল হিস্ট্রি মিউজিয়ামে আছে। হরপ্পা সভ্যতার ধর্ম ছিল মাতৃকা-উপাসনামূলক, এরকম দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় মনে করেছেন।

"প্রশ্ন উঠতে পারে পুরুষ-মূর্তিগুলি নিয়ে। কেননা প্রত্নতত্ত্বলব্ধ পোড়ামাটির মূর্তিকা বলতে যদিও প্রধানতই এ-জাতীয় নারী-মূর্তি তবুও কিছু কিছু পুরুষ-মূর্তিও আবিষ্কৃত হয়েছে। এগুলির ব্যাখ্যা কী হবে? প্রথমত মনে রাখা দরকার, নির্মাণকুশলতার দিক থেকে এগুলি এমনই স্থূল এমনই আনাড়ি হাতের কাজ যে এগুলিকে শিশুদের হাতে-গড়া খেলনাই মনে করা হয়েছে। তা ছাড়া, অনেকগুলি পুরুষ-মূর্তি দেখলে মনে হয় যেন হাত-জোড় করে উপাসনা করছে। অতএব এগুলিকে কোনও উপাস্য দেবতার মূর্তি মনে করবার কারণ নেই। তার বদলে বরং এগুলি উপাসকের প্রতিকৃতি হওয়াই সম্ভব। হরপ্পা সভ্যতার কোনো কোনো সীলেও প্রায় একই রকম উপাসনার ভঙ্গি দেখা যায়।

সংক্ষেপেঃ পোড়া মাটির নারী মূর্তিগুলি থেকে প্রমাণ হয়, সিন্ধু-যুগের ধর্ম বিশ্বাস ছিল দেবীপ্রধান বা মাতৃপ্রধান।" (দেবীপ্রসাদ ভারতীয় দর্শন ৬৬)।

আমাদের মাতৃকা উপাসনাময় ধর্মে উত্তরাধিকার হরপ্পা সভ্যতা থেকেই এসেছে, বৈদিক সভ্যতা থেকে নয়। দেবীপ্রসাদের দীর্ঘ বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য, আমি পুরোটাই তুলে দিলাম। "ঋগ্বেদের প্রধানতম দেবতা বলতে ইন্দ্র, বরুণ, অগ্নি

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

৩ পাতার পর

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর 'মন কি বাত' (১১৭ তম পর্ব) অনুষ্ঠানের বাংলা অনুবাদ

দেখে আপনাদের খুব ভালো লাগবে। এর মধ্যে আপনারা ভারতে পাওয়া যায়, এমন জীবজন্তু থেকে শুরু করে আরও অনেক জিনিস দেখতে পাবেন। এর মধ্যে তাজমহলের এক চিত্তাকর্ষক চিত্রও রয়েছে, যেটা তেরো বছরের একটি মেয়ে তৈরি করেছে। আপনারা এটা জেনে বিস্মিত হবেন যে, এই দিব্যাঙ্গ কন্যা নিজের মুখ দিয়ে এই চিত্র তৈরি করেছে। সব থেকে আকর্ষণীয় ব্যাপার হল এই সব চিত্র নির্মাতারা ভারতের নয়, মিশরের শিক্ষার্থী, ওখানকার ছাত্র-ছাত্রী। কয়েক সপ্তাহ আগেই মিশরের তেইশ হাজার শিক্ষার্থী ছবি আঁকার এক প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিল। সেখানে তাদের ভারতের সংস্কৃতি আর দুই দেশের ঐতিহাসিক সম্পর্ক তুলে ধরার চিত্র তৈরি করতে হয়েছিল। আমি এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক তরুণ-তরুণীর প্রশংসা করছি। তাদের সৃজনশীলতার যতই প্রংশসা করা হোক না কেন, তা কম হবে।

বন্ধুরা, দক্ষিণ আমেরিকায় একটি দেশ হল প্যারাগুয়ে। ওখানে বসবাসকারী ভারতীয়ের সংখ্যা ১০০০-এর থেকে বেশি হবে না। প্যারাগুয়েতে একটি অদ্ভুত প্রচেষ্টা চলছে। ওখানকার ভারতীয় দূতাবাসে উৎরপধ ঐঁনবৎ বিনামূল্যে আয়ুর্বেদিক পরামর্শ দিয়ে থাকেন। ওঁর কাছে আয়ুর্বেদের পরামর্শ নেবার জন্য প্রচুর সংখ্যায় স্থানীয় মানুষেরা ভিড় করছেন। যদিও Erica Huber ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে পড়াশোনা করেছেন, কিন্তু তিনি আয়ুর্বেদের প্রতি নিবেদিত-প্রাণ। তিনি আয়ুর্বেদের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন কোর্সও করেছেন, আর সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আয়ুর্বেদে পারদর্শীও হয়ে উঠেছেন।

বন্ধুরা, এটা আমাদের জন্য অত্যন্ত গর্বের বিষয় যে, পৃথিবীর সব থেকে প্রাচীন ভাষা হল তামিল, আর প্রত্যেক ভারতীয় এর জন্য গর্বিত। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এই ভাষা শেখার লোকের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। গত মাসের শেষের দিকে ফিজিতে ভারত সরকারের সাহায্যে তামিল টিচিং প্রোগ্রাম শুরু হয়। বিগত ৮০ বছরে এটাই প্রথম বার, যখন ফিজিতে অভিজ্ঞ শিক্ষকেরা তামিল ভাষা শেখাচ্ছেন। আমার এটা জেনে ভালো লাগছে যে, ফিজির ছাত্ররা তামিল ভাষা ও সংস্কৃতি শেখার ব্যাপারে অনেক আগ্রহ দেখাচ্ছে।

বন্ধুরা, এই কথাগুলো, এই ঘটনাগুলো শুধুমাত্র সাফল্যের কাহিনি নয়। এটা আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যেরও গাথা। এই উদাহরণগুলো আমাদের গৌরবান্বিত করে। আর্ট থেকে আয়ুর্বেদ, ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে মিউজিক, ভারতে এত কিছু আছে যা পৃথিবীতে ছড়িয়ে গেছে।

বন্ধুরা, শীতের এই মরশুমে দেশ জুড়ে খেলাধুলো ও fitness সংক্রান্ত বিভিন্ন অ্যাক্টিভিটিস হচ্ছে। আমি খুব খুশি এটা দেখে যে, মানুষ ফিটনেসকে দৈনন্দিন জীবনের অংশ করে তুলছেন। কাশ্মীরে স্কিংই থেকে শুরু করে গুজরাটে ঘুড়ি ওড়ানো পর্যন্ত, চারিদিকে খেলাধুলা নিয়ে উৎসাহ বিদ্যমান। #sundayOnCycle Avi #cyclingTuesday এর মতো অভিযানের মাধ্যমে সাইকেল চালানোর উৎসাহ বাড়ছে।

বন্ধুরা, এখন আপনাদের একটি অনন্য বিষয়ে কথা বলতে চাই যেটা আমাদের দেশে আগত পরিবর্তন এবং যুবা বন্ধুদের উদ্দীপনা ও আবেগের প্রতীক স্বরূপ। আপনি কি জানেন আমাদের বস্তারে একটি অনন্য অলিম্পিক শুরু হয়েছে! একদম ঠিক, প্রথমবার হওয়া বস্তার অলিম্পিকে বস্তারে এক নতুন বিপ্লবের সূচনা হয়েছে। আমার কাছে এটা খুবই আনন্দের কথা যে অবশেষে বস্তার অলিম্পিকের স্বপ্ন বাস্তবে রূপান্তরিত হয়েছে। আপনাদেরও জেনে ভালো লাগবে যে এলাকায় এই খেলা শুরু হয়েছে সেই এলাকাটি আগে মাওবাদী হিংসার সাক্ষী ছিল। বস্তার অলিম্পিকের প্রতীক হল - "বুনো মহিষ এবং পাহাড়ি ময়না"। এর প্রতীকগুলোর মধ্যে বস্তার অঞ্চলের সমৃদ্ধ সংস্কৃতির এক ঝলক দেখতে পাওয়া যায়। এই বস্তারে আয়োজিত অলিম্পিক মহাকুম্ভের, মূল মন্ত্রটি হল- "করসায় তা বস্তার, বরসায় তা বস্তার" অর্থাৎ "খেলবে বস্তার, জিতবে বস্তার"। প্রথম বার আয়োজিত বস্তার অলিম্পিকে সাতটি জেলা মিলিয়ে প্রায় এক লক্ষ ৬৫ হাজার খেলোয়াড় অংশগ্রহণ করেছে। এটি শুধুমাত্র একটি পরিসংখ্যান নয় - এটা আমাদের যুবাদের গ্রহণ করা সংকল্পের একটি গৌরব গাথা। অ্যাথলেটিক্স, তীরন্দাজ, ব্যাডমিন্টন, ফুটবল, হকি, ওয়েট লিফটিং, ক্যারাটে, কাবাডি, খো-খো এবং ভলিবল - প্রতিটি ক্ষেত্রেই আমাদের যুবারা তাদের প্রতিভার পরিচয় রেখেছে। কারি কাশ্যপজির কাহিনি আমাকে খুবই অনুপ্রাণিত করে। ছোট্ট গ্রাম থেকে আসা কারিজি, তীরন্দাজিতে রৌপ্য পদক জিতেছেন। তিনি বলেন- "বস্তার অলিম্পিক আমাদের জন্য শুধুমাত্র একটি খেলার মাঠ নয়, এটি আমাদের জীবনে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ করে দিয়েছে।' সুকমা এলাকার পায়েল কাওয়াসি জির কথাও কম প্রেরণাদায়ক নয়। জ্যাভলিন থ্রোতে স্বর্ণপদক প্রাপক পায়েল জি বলেছেন- "শৃঙ্খলা ও কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে কোনো লক্ষ্যই অর্জন করা অসম্ভব নয়।" সুকমার দোরনাপালের পুনেম সান্না জির গল্পটি নতুন ভারতের জন্য একটি অনুপ্রেরণার সমান। একসময় নকশাল প্রভাব থেকে আসা পুনেম জি আজ হুইলচেয়ারে দৌড়ে পদক জিতেছেন। ওঁর সাহস ও মনের জোর সবার জন্য অনুপ্রেরণা। কোদাগাঁওয়ের তীরন্দাজ রঞ্জু সোরি জিকে 'বস্তার ইউথ আইকন' হিসাবে নির্বাচন করা হয়েছে।উনি মনে করেন বস্তর Olympic দূর দুরান্তের যুবাদের রাষ্ট্রীয় মঞ্চ পর্যন্ত পৌছনোর সুযোগ দিচ্ছে।

বন্ধুরা, বস্তর ঙষুসঢ়রপ কেবল একটি ক্রীড়া উদ্যোগ নয়। এটি এমন একটি মঞ্চ যেখানে প্রগতি ও ক্রীড়ার মিলন ঘটে। যেখানে আমাদের যুবারা নিজেদের প্রতিভাকে প্রজ্জ্বলিত করে তুলছেন এবং একটি নতুন ভারত নির্মাণ করছেন। আমি আপনাদের সকলের কাছে অনুরোধ করছিঃ

- নিজেদের এলাকায় এই ধরণের ক্রীড়ার উদ্যোগের আয়োজন করার প্রচেষ্টাকে উৎসাহ দিন
- #খেলেগা ভারত-জিতেগা ভারত ব্যবহার করে নিজেদের অঞ্চলের ক্রীড়া প্রতিভাদের গল্প ভাগ করে নিন
- স্থানীয় ক্রীড়া প্রতিভাদের এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ করে দিন

মনে রাখবেন, খেলাধুলোর মাধ্যমে শুধু শারীরিক বিকাশ-ই নয়, সমাজের সঙ্গে sportsman spirit যুক্ত করারও

ক্রমশঃ

২ পাতার পর

৩১ ডিসেম্বর বাংলাদেশে আত্মপ্রকাশ করছে নব্য রাজাকার বাহিনীর নয়া রাজনৈতিক দল

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমাবেশের ডাককে কেন্দ্র করে বাংলাদেশের রাজনৈতিক মহলে জোর জল্পনা শুরু হয়। ৩১ ডিসেম্বর কী হতে চলেছ, তা নিয়ে চর্চা শুরু হয়ে যায়। তবে রাতের দিকেই সেই জল্পনায় ইতি পড়ে। বাংলাদেশের শাসন ক্ষমতায় নিজেদের পোষ্যভৃত্যদের বসিয়ে আগামী ৫ বছরের মধ্যে দেশকে মৌলবাদী ও জঙ্গি রাষ্ট্র হিসাবে গঠন করা যে আইএসআইয়ের পরিকল্পনা ছিল, তা অনেক আগেই প্রকাশিত হয়েছিল 'এই মুহূর্তে' অনলাইনে। ওই প্রতিবেদনে জানানো হয়েছিল, নব্য রাজাকার বাহিনী দিয়ে 'জনশক্তি' নামে নয়া এক দল খুলতে চাইছে পাক চররা। ওই খবর প্রকাশের পরেই চাপে পড়ে গিয়ে জঙ্গি ও মৌলবাদী সংগঠন জাতীয় নাগরিক কমিটির তরফে জানানো হয়, নতুন কোনও রাজনৈতিক দল গঠনের অভিপ্রায় নেই। কিন্তু গত ৭২ ঘন্টায় পরিস্থিতি বদলেছে। আওয়ামী লীগের মতো মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষ শক্তিকে ক্ষমতা থেকে উচ্ছেদের পরে এবার বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী বিএনপিকে মাইনাস করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তবে সেই কাজ জামায়াত কিংবা অন্য কোনও দলকে দিয়ে হবে না বুঝতে পেরেই নতুন দল গড়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যেই মোল্লা ইউনূসকে দিয়ে বিচারব্যবস্থা, পুলিশ ও প্রশাসনের ৮০ শতাংশ পদে রাজাকারপন্থীদের নিয়োগ বা পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে। বাকি ২০ শতাংশ পদে নয়া দলের সমর্থকদের বসানোর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

ওই সমাবেশ থেকেই মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতিহত করতে এবং ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধকে অবৈধ ঘোষণা করার জন্য দাবি জানানো হবে। সেই সঙ্গে নয়া রাজনৈতিক দল ঘোষণা করা হবে বলে শনিবার রাতে জানিয়েছেন নব্য রাজাকার বাহিনীর মুখ্য আহ্বায়ক তথা জঙ্গি সংগঠন হিযবুত তাহরীর শীর্ষ নেতা হাসনাত আবদুল্লাহ। তাঁর কথায়, '৩১ ডিসেম্বর দেশে মুক্তিযুদ্ধকে কবর দেওয়ার ঘোষণা করা হবে।'

বাংলাদেশের শাসন ক্ষমতা যাতে মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে না যায় তার জন্য গত সাড়ে চার মাস ধরে লাগাতার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে পাকিস্তানি গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই। গত সপ্তাহেই ঢাকায় পৌঁছেছেন পাক সেনাবাহিনীর দুই প্রাক্তন আধিকারিক তথা আইএসআইয়ের ডিপ অ্যাসেট জাভেদ মেহেদি এবং শাহিদ মেহেমুদ। গত মঙ্গলবার থেকেই দফায় দফায় অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মোল্লা মুহাম্মদ ইউনূস, আদিলুর রহমান, সেনাপ্রধান ওয়াকার-উজ-জামানের সঙ্গে বৈঠক করেছেন দুজনে। অন্তর্বর্তী নির্বাচনের জন্য জানুয়ারি মাসে খালেদা জিয়ার দল রাজপথে নেম আন্দোলন করতে পারে এমন আভাস পেয়েই তা ভেস্তে দিয়ে পাল্টা রাজনৈতিক দল গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সেই মতো শনিবার সন্ধে থেকেই আইএসআইয়ের মদতপুষ্ঠ বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের তরফে ৩১ ডিসেম্বর শহিদ মিনারে জমায়েতের ডাক দেওয়া হয়েছে।

সিনেমার খবর

যে সিনেমায় বিকিনি পরার জন্য আজও লজ্জিত সালমান খান

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন

সালমান খান বলিউডের সবচেয়ে বড় সুপারস্টারদের একজন। ক্যারিয়ারে একের পর এক সুপারহিট সিনেমায় কাজ করেছেন তিনি। চরিত্রের প্রয়োজনে কখনো হয়েছেন রোম্যান্টিক, কখনো বিধ্বংসী। তবে সালমানকে একটি সিনেমায় দেখা গেছে বিকিনিতে। যে দৃশ্যে অভিনয় করে আজও লজ্জিত এই নায়ক। সাল ১৯৯০, 'বাঘি' সিনেমায় অভিনয় করেন সালমান খান। যেই ছবির একটি দৃশ্য ছিল, কলেজ ক্যাম্পাসে বিকিনি পরে দৌঁড়াচ্ছেন অভিনেতা। সালমান একটি সাক্ষাৎকারে জানান, এই দৃশ্যটি একটি ইংরেজি সিনেমা থেকে নকল করা হয়েছিল। অভিনেতার জন্য এই দৃশ্যটি করা বাধ্যতামূলক ছিল, কারণ সিনেমার গল্পে এই দৃশ্যের মাধ্যমে একটি বড় টুইস্ট আসতে চলেছে।

সালমান জানান, দৃশ্যেটি এমন ছিল, যেখানে তাকে বিকিনি পরে দৌড়াতে হবে। সেটে সিনেমার শুটিং দেখতে আসা লোকজনের ভিড়ও জমেছিল। শট শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি বিকিনিতে দৌড়াতে শুরু করেন।

কিন্তু তারপরই ঘটে বিপত্তি। সিনেমার শুটিংয়ে অংশগ্রহণকারী শিল্পীদের পাশাপাশি সেখানে দাঁড়িয়ে থাকা হাজার হাজার মানুষও অভিনেতার পেছনে দৌড়াতে শুরু করে। কোনোমতে সেখান থেকে নিজের সম্মান নিয়ে ফেরেন সালমান। সেই ঘটনা তুলে ধরে সালমান খান একটি সাক্ষাৎকারে বলেন, 'বাঘি' সিনেমার বিকিনি পরার দৃশ্য এবং সেটে ঘটে যাওয়া অদ্ভুত ঘটনাটি তার জীবনের সবচেয়ে খারাপ মুহূর্ত ছিল। তিনি সেই সময় লজ্জায় অস্থির হয়ে পড়েছিলেন। সালমান আরও বলেন, সেই দৃশ্যের কারণে আজও তিনি লজ্জিতবোধ করেন। সালমানের ক্যারিয়ারে 'বাঘি' ছিল তৃতীয় সিনেমা, যা হিট হয়েছিল। এই সিনেমাটি ২১ ডিসেম্বর ১৯৯০ সালে মুক্তি পায়। সিনেমায় সালমানের সাথে নগমা মুখ্য ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন এবং এটি ছিল তার প্রথম সিনেমা। সিনেমার গানগুলো দারুণ হিট হয়েছিল। সেই বছরের সবচেয়ে বেশি আয় করা সিনেমাগুলির মধ্যে এটি ছিল সপ্তম। সিনেমাটি বক্স অফিসে ৫.৫ কোটি টাকা আয় করেছিল। 'বাঘি'-র আগে সালমান 'বিবি হো তো অ্যায়সি' এবং 'ম্যায়নে প্যায়ার কিয়া'-তে অভিনয় করেছিলেন এবং এই দুটি সিনেমাই হিট হয়েছিল।

মোনালির হঠাৎ রাগ, অনুষ্ঠান বন্ধ, তারপর?

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন

অনুষ্ঠান চলাকালীন হঠাৎই মেজাজ হারালেন ভারতীয় গায়িকা মোনালি ঠাকুর। রাগের চোটে মাঝপথে গান বন্ধ করে মঞ্চ ছাড়লেন তিনি। রবিবার বারাণসীতে একটি অনুষ্ঠানে গান গাইতে গিয়েছিলেন মোনালি। সেখানে মেজাজ হারান। শ্রোতাদর্শকদের কাছে দুঃখপ্রকাশ করে মঞ্চ থেকে নেমে যান গায়িকা। সেই মুহূর্তের ভিডিও এখন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল।

ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, শ্রোতাদের কাছে ক্ষমা চাইছেন মোনালি। সে সময়ই আয়োজকদের বিরুদ্ধে ক্ষোভপ্রকাশ করছেন। মঞ্চ তৈরির ক্ষেত্রে নাকি বহু গাফিলতি ছিল। পরিকাঠামো নিয়েও নানা অভিযোগ গায়িকার। মোনালি বলেছেন, “আমি খুবই দুঃখ পেয়েছি। আমি ও আমার দল এই অনুষ্ঠানে আসার জন্য খুবই উচ্ছ্বসিত ছিলাম। পরিকাঠামো নিয়ে আর মুখ খুললাম না। এটা তো আয়োজকদের দায়িত্ব। কিন্তু মঞ্চটা যেভাবে বানানো হয়েছে, তা আমি বলে বোঝাতে পারব না।”

গায়িকা আরও বলেন, “আমার গোড়ালিতে বড় চোট লাগতে পারে। ওদের কিন্তু আমি জানিয়েছিলাম। আমার নৃত্যশিল্পীরা আমাকে শান্ত করার চেষ্টা করছে। কিন্তু সব কিছু অগোছালো এখানে। আমি তবুও চেষ্টা করছিলাম, কারণ আপনাদের প্রতি আমার একটা দায়বদ্ধতা রয়েছে। আপনারা আমার জন্যই এখানে এসেছেন। তাই আপনাদের কাছে আমিই দায়বদ্ধ।”

মোনালি জানান, তিনি কখনওই নিজের দায় এড়িয়ে যেতে চান না। দায়িত্ব পালন করতে ভালবাসেন। দর্শকদের কাছে দুঃখপ্রকাশ করে মোনালি বলেন, “আমি ক্ষমাপ্রার্থী যে আমাকে এই অনুষ্ঠান এখানেই থামাতে হচ্ছে। কিন্তু এখানেই আমি ফের অনুষ্ঠান করতে আসব, কথা দিচ্ছি। এর থেকে অনেক ভাল অনুষ্ঠান আপনাদের সকলের জন্য আয়োজন করতে পারব বলে মনে হয়। তাই দয়া করে আমাকে ক্ষমা করবেন।”

শাহরুখের সাথে আমার স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক, তবে সালমান অসভ্য : অভিজিৎ

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন

এক সময় বলিউডে শাহরুখ খানের কণ্ঠে পর পর গান গেয়েছিলেন অভিজিৎ ভট্টাচার্য। সে থেকে কিং খানের সঙ্গে একটা ভালো সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল এই বাঙালি গায়কের। কিন্তু সে সম্পর্কে একদিন হঠাৎ চিড় ধরে যায়; দীর্ঘদিন শাহরুখের জন্য আর প্লেব্যাক করেননি অভিজিৎ।

শোনা যায়, বলিউড নিয়ে বেশ আক্ষেপ অভিজিতের। তিনি জানিয়েছিলেন, সেখানে চা পরিবেশকদেরও গুরুত্ব দেওয়া হতো, কিন্তু গায়ককে ন্যূনতম স্বীকৃতি দেওয়া হতো না। এমনকি শাহরুখের প্রতি নাকি অভিমানও ছিল অভিজিতের। বাদশাহ নাকি আর আগের মতো নেই, সেই আক্ষেপও শোনান অভিজিৎ।

তবে এবার শাহরুখের পক্ষ নিলেন, কিন্তু চটলেন ভাইজান সালমান খানের ওপর। এক সাক্ষাৎকারে শাহরুখ খান ও সালমান খান প্রসঙ্গে কথা বলেন অভিজিৎ। শাহরুখের সঙ্গে তার ব্যক্তিগত স্তরে কোনও মনোমালিন্য নেই, তবে যতটুকু সমস্যা আছে কাজ নিয়ে। সেটি ঠিক করে ফেলবেন বলে জানিয়েছেন। অভিজিতের কথায়,ও আমি আর শাহরুখ হলাম স্বামী-স্ত্রীর মতো।'

এদিকে সালমান প্রসঙ্গে অভিজিৎ জানান, ভাইজান নাকি 'মদ্যপ, অসভ্য'! তার নামও মুখে আনতে চান না অভিজিৎ। সেই সাক্ষাৎকারে গায়ক বলেন, 'আমাকে ওর প্রসঙ্গে কিছু জিজ্ঞেস করবেন না। আমি এমন জায়গায় পৌঁছাতে পারিনি যেখানে ওকে নিয়ে কথা বলতে পারব।'

অতীতে বিভিন্ন সময়ে সালমানের নাম করে বা উহ্য রেখে নানা কটাক্ষ করেছেন অভিজিৎ। কখনও তাকে 'মদ্যপ', 'অসভ্য' বলেছেন, আবার কখনও এ-ও বলেছেন, 'রাস্তায় শুয়ে থাকলে এক মদ্যপ এসে গায়ের ওপর গাড়ি চাপা দিয়ে দেবে।' বলে রাখা ভালো, ফুটপাতে থাকা এক ব্যক্তির ওপর গাড়ি চাপা দেওয়ার অভিযোগ ছিল সালমানের বিরুদ্ধে।

বাংলাদেশের সঙ্গে আবেগের সম্পর্ক ভেঙে যাওয়ায় কষ্ট পেয়েছি : মিঠুন চক্রবর্তী

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন

বাংলাদেশের সঙ্গে আমাদের একটা আবেগের সম্পর্ক রয়েছে। কিন্তু সেই বাংলাদেশের এই পরিস্থিতি হবে, তা কল্পনাই করতে পারেননি ভারতের ক্ষমতাসীন দল বিজেপি নেতা ও বলিউড সুপারস্টার মিঠুন চক্রবর্তী। নিজের মুখেই সে কথা স্বীকার করেছেন মিঠুন।

বাংলাদেশের চলমান পরিস্থিতি নিয়ে শনিবার পশ্চিমবঙ্গের পান্ডুয়ায় স্থানীয় গণমাধ্যমকর্মীদের মুখোমুখি হয়ে মিঠুন বলেন, পশ্চিমবঙ্গের ভেতরে বা বাইরে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বাংলাদেশের সাথে একটা আবেগ কাজ করে এবং সেই আবেগ সকলেরই। আমার মনে হয় বেশি সংখ্যক লোকেরই বাংলাদেশের সাথে একটা সম্পর্ক ছিল কিন্তু বাংলাদেশে এরকম হয়ে যাবে কোনোদিন ভাবিনি।

বাংলাদেশের সঙ্গে যে আবেগের সম্পর্ক রয়েছে, সেটা ভেঙে যাওয়ায় খুব কষ্ট পেয়েছেন বলেও জানান মিঠুন। কিন্তু তারপরে সে দেশের বিভিন্ন পেশার মানুষরা যে যেরকম পারছে, সেরকম মন্তব্য করছেন, সেটাও আমি শুনছি।

বাংলাদেশের উদ্দেশে তিনি বলেন, একটা কথা আমি বলতে পারি যে ভারতকে আন্ডারস্টিমেট করার কোনো কারণ নেই। ভারতকে আন্ডারস্টিমেট করবেন না।

বাংলাদেশ থেকে শিক্ষা নেওয়ারও পরামর্শ দিয়েছেন সিনিয়র এই অভিনেতা এবং রাজনীতিবিদ। তিনি বলেন, বাংলাদেশ থেকে আমাদের শিক্ষা নিতে হবে। বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গকে শিক্ষা নিতে হবে। আমরা যদি সকলে মিলে একত্রিত হয়ে না লড়াই করি তবে আমাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার, এটা নিশ্চিত।

রাজ্যের বিভিন্ন জায়গা থেকে ভুয়া আধার কার্ড, ভুয়া পাসপোর্ট উদ্ধার নিয়ে মিঠুন চক্রবর্তী বলেন, অবৈধ বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের কাছ থেকে যে ভুয়া ভারতীয় পাসপোর্ট উদ্ধার হচ্ছে, এর দায় সরকারের। তাছাড়া ভুয়া আধার, ভুয়া পাসপোর্ট উদ্ধার নিয়ে আমি অনেক আগেই সতর্ক করেছি।

কারিনার ছেলে হতে চান পাকিস্তানের এই অভিনেতা!

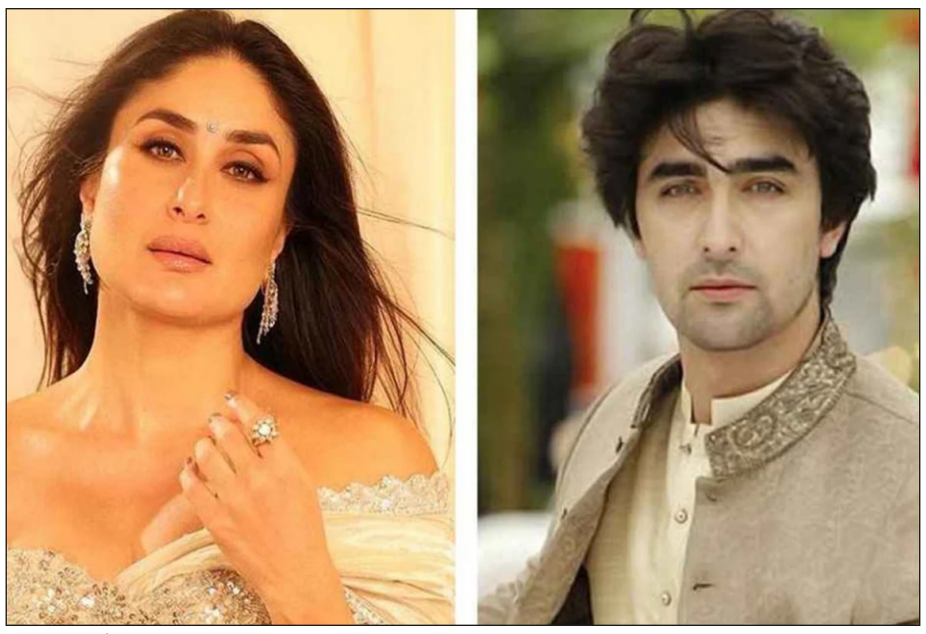

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন

বলিউডের জনপ্রিয় অভিনেত্রী কারিনা কাপুর খানকে নিয়ে মন্তব্য করে খানিকটা বিপাকেই পড়লেন পাকিস্তানী অভিনেতা খাকান শাহনওয়াজ। ভারতীয় এই অভিনেত্রীকে নিয়ে পাকিস্তানের অভিনেতার মন্তব্যকে ঘিরে তৈরি হয়েছে বিতর্ক। কারিনার অনুরাগীরাও সামাজিক মাধ্যমে খাকানের উদ্দেশে ছুড়ে দিয়েছেন কটাক্ষ।

সম্প্রতি পাকিস্তানের একটি অনুষ্ঠানে অভিনেতার উদ্দেশে এক অনুরাগী বলেন, তিনি কারিনার বিপরীতে খাকানকে দেখতে চান। জবাবে পাকিস্তানি এই অভিনেতা বলেন, 'হ্যাঁ, সেটা করতেই পারি। তিনি তো আমার থেকে বয়সে অনেকটাই বড়। তাই তার ছেলের চরিত্রে অভিনয় করতেই পারি।' এরপরই অভিনেতাকে ভারতীয়দের কটাক্ষের শিকার হতে হয়। কারিনার অনুরাগীদের দাবি, খাকান বলিউড অভিনেত্রীকে অপমান করেছেন। এক অনুরাগীর কথায়, 'কোনও অভিনেত্রীকে তার বয়স নিয়ে অসম্মান করা উচিত নয়।' অন্য একজন লেখেন, 'খাকান কে? তিনি কোন যুক্তিতে কারিনা প্রসঙ্গে অবমাননাকর মন্তব্য করেন!'

উল্লেখ্য, ২৭ বছর বয়সি খাকান একজন মডেল ও অভিনেতা। অভিনেত্রী মাহিরা খান প্রযোজিত 'বারওয়া খিলাড়ি' ওয়েব সিরিজে অভিনয় করে প্রচারের আলোয় আসেন তিনি। এছাড়াও বেশ কিছু নাটক ও বিজ্ঞাপনেও কাজ করেছেন। এদিকে কারিনা প্রসঙ্গে নেটিজেনদের কটাক্ষের জবাবে এখনও পর্যন্ত কোনও প্রতিক্রিয়া জানাননি খাকান।

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির নিরপেক্ষ ভেন্যু দুবাই

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন

রাজনৈতিক টানাপোড়েন ও নিরাপত্তার কারণে পাকিস্তানের মাটিতে না খেলার সিদ্ধান্তে ভারত অনড় থাকায় আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির অষ্টম আসর হাইব্রিড মডেলেই অনুষ্ঠিত হবে। ভারতের ম্যাচগুলো নিরপেক্ষ ভেন্যুতে আয়োজনের জন্য সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাইকে বেছে নিয়েছে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আয়োজক পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। এমনটাই জানিয়েছেন ক্রিকেটের প্রধান নিয়ন্ত্রক সংস্থা আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিল (আইসিসি)। আইসিসি জানিয়েছে আট দলের ইভেন্টে ভারতের ম্যাচগুলো নিরপেক্ষ ভেন্যুতে অনুষ্ঠিত হবে।

চুক্তি অনুসারে ২০২৭ সাল পর্যন্ত আইসিসির ইভেন্টের ম্যাচ ভারতের মাটিতে খেলবে না পাকিস্তানও। এক মাসব্যাপী স্থবিরতার পর অবশেষে একটি সমঝোতায় আসে দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বি ভারত ও পাকিস্তান। পিসিবির একজন মুখপাত্র বলেন, 'চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে ভারতের ম্যাচগুলো আয়োজনের জন্য নিরপেক্ষ ভেন্যু হিসেবে দুবাইকে বেছে নিয়েছে পাকিস্তান। এ ব্যাপারে আনুষ্ঠানিকভাবে আইসিসিকে জানানো হয়েছে।'

আগামী বছরের ১৯ ফেব্রুয়ারি থেকে ৯ মার্চ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির অষ্টম আসর। আসন্ন আসরে স্বাগতিক পাকিস্তান ছাড়াও বাংলাদেশ, ভারত, অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা ও আফগানিস্তান অংশ নিবে।

আগামী সপ্তাহে টুর্নামেন্টের চূড়ান্ত সময়সূচি ঘোষণা করতে পারে আইসিসি।

২০০৮ সালের মুম্বাই হামলার পর রাজনৈতিক টানাপোড়েনে টেস্ট সিরিজ খেলছে না ভারত ও পাকিস্তান। ২০১২ সালে সর্বশেষ ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলেছে দু'দল। ঐবার ভারত সফর করেছিলো পাকিস্তান। এরপর থেকে আইসিসি বা এসিসির ইভেন্টে দেখা হয় দু'দলের।

গত বছর অনুষ্ঠিত ওয়ানডে বিশ্বকাপ খেলতে ভারত সফর করেছিলো পাকিস্তান।

ভারতকে ভুগিয়ে চতুর্থ দিনের শেষটা রাঙালো অস্ট্রেলিয়া

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন

শুরুটা দুর্দান্ত হলেও এখন অস্ট্রেলিয়ার দশম উইকেটের জুটিতে চাপ বাড়ছে ভারতের ওপর। মেলবোর্ন টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে ১৭৩ রানেই ৯ উইকেট হারিয়ে ফেলেছিল অস্ট্রেলিয়া। তখন অসিদের লিড ২৭৮ রানের। এমন সময় নিশ্চয়ই ভারতের চাওয়াটা এমন, লিড ৩০০ হওয়ার আগেই অস্ট্রেলিয়াকে অলআউট করা এবং ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতে রাখা।

কিন্তু সেটি আর হলো না। শেষ উইকেটে অবিচ্ছিন্ন ৫৫ রানের জুটি করে চতুর্থ দিনের খেলা করেছেন নাথান লিয়ন (৪০ রান) ও স্কট বোলান্ড (১০ রান)। এতে অস্ট্রেলিয়ার লিড হয়ে গেছে ৩৩৩ রানের। আগামীকাল সোমবার (৩০ ডিসেম্বর) শেষ দিনে এই লিড কতটা এগিয়ে নিতে পারে অস্ট্রেলিয়া, সেটিই দেখার।

কিন্তু কি দুর্দান্ত শুরুই না পেয়েছিল ভারত। জাসপ্রিত বুমরাহ টেস্ট ইতিহাসের একমাত্র বোলার হিসেবে ২০ রানের কম গড়ে ২০০তম উইকেটের মাইলফলক স্পর্শ করেছেন। তার সঙ্গে মিলে মোহাম্মদ সিরাজ মাত্র ৯১ রানেই তুলে নিয়েছিলেন অজিদের ৬ উইকেট। সেই দলটাই কি না ৯ উইকেটে ২২৮ রান স্কোরবোর্ডে নিয়ে চতুর্থ দিন শেষ করলো।

শুক্রবার ৯ উইকেটে ৩৫৮ রান নিয়ে দিনের খেলা শুরু করে ভারত। ব্যাটিংয়ে নেমে মাত্র ২১ বল টিকতে পারে সফরকারীরা। ১১ রান যোগ করে ৩৬৯ রানে অলআউট হয় রোহিত শর্মার দল। নিতীশ কুমার রেড্ডি ১৮৯ বলে ১১৪ রানে (১১ চার ও ১ ছক্কা) আউট হলে শেষ হয় ভারতীয়দের প্রথম ইনিংস।

১০৫ রানের লিড নিয়ে দ্বিতীয় ইনিংস শুরু করে অস্ট্রেলিয়া। প্রথম ইনিংসে ৬০ রান করলেও দ্বিতীয় ইনিংসটা ভালো হয়নি স্যাম কনস্টাসের। ১৮ বলে ৮ রান করে বুমরাহর বলে বোল্ড হন তিনি।

জীবন পেয়েও ইনিংস বড় করতে পারেননি ওপেনার উসখান খাজা। ২.৫ ওভারে জাসপ্রিত বুমরাহর বলে লেগ-গালি অঞ্চলে খাজার সহজ ক্যাচ ফেলে দেন জয়সওয়াল। খাজা তখন মাত্র ২ রানে ব্যাট করছিলেন। শেষমেশ পেসার মোহাম্মদ সিরাজের বলে বোল্ড হয়ে সাজঘরে ফেরত যান বাঁহাতি অসি ওপেনার খাজা। তার আগে করেন ২১ রান।

স্টিভ স্মিথও টেকেননি। প্রথম ইনিংসে ১৪০ রান করলেও এবার আউট হন ৪১ বলে ১৩ রান করে। সিরাজের বলে উইকেটের পেছনে রিশাভ পান্তের হাতে ক্যাচ হন তিনি। এরপর ১১ বলে ৩ উইকেট শিকার করে অস্ট্রেলিয়াকে চাপে ফেলে দেন বুমরাহ। ফেরান ট্রাভিস হেড (২ বলে ১), মিচেল মার্শ (৪ বলে ০) ও অ্যালেক্স কেরেকে (৭ বলে ২)। ৯১ রানে ৬ উইকেট হারিয়ে ফেলে অস্ট্রেলিয়া। সপ্তম উইকেটে ৫৭ রানের জুটি করেন প্যাট কামিন্স ও মারনাস লাবুশেন। ১৩৯ বলে ৭০ রান করেন লাবুশেন। কামিন্স করেন ৯০ বলে ৪১ রান। এরপরই লিয়ন ও বোলান্ডের জুটি।

লম্বা সময়ের জন্য ছিটকে গেলেন স্টোকস

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন

তিন মাসের জন্য ছিটকে গেছেন ইংল্যান্ডের টেস্ট অধিনায়ক বেন স্টোকস। নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে তৃতীয় টেস্টে হ্যামস্ট্রিং ইনজুরিতে পড়েন তিনি। আর সেই ইনজুরির কারণে আগামী তিন মাস মাঠের বাইরে থাকতে হবে তাকে। এ সময় তিনি এসএ টি-টোয়েন্টি ও জিম্বাবুয়ের বিপক্ষের টেস্ট সিরিজের কিছু অংশ মিস করবেন। স্থানীয় সময় ২৩ ডিসেম্বর, ২০২৪ বিকেলে বিষয়টি নিশ্চিত করেছে ইংল্যান্ড অ্যান্ড ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ড (ইসিবি)।

স্টোকস গেল আগস্টে যে হ্যামস্ট্রিং ইনজুরিতে পড়েছিলেন, আবারও সেটাতেই সমস্যা দেখা দিয়েছে। ওই সময়ে ইনজুরির কারণে তিনি দুই মাস মাঠের বাইরে ছিলেন। তার এবারের ইনজুরিও যে ভোগাবে সেটা আগেই টের পাওয়া গিয়েছিল। রবিবার ভারত সফর ও আইসিসি চ্যাম্পিয়নস ট্রফির জন্য দল ঘোষণা করে ইংল্যান্ড। কিন্তু সেই দলে জায়গা পাননি স্টোকস। তখনই বোঝা গিয়েছিল তার ইনজুরি থেকে সেরে উঠতে সময় লাগবে। অবশ্য ২০২৩ ওয়ানডে বিশ্বকাপের পর থেকে ডাক্তারি পরামর্শে ৫০ ওভারের ক্রিকেট থেকে দূরে আছেন তিনি।

নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে হ্যামিল্টন টেস্টে স্টোকস ৩৬.২ ওভার বল করেছিলেন। যা টেস্টে তার দ্বিতীয় সর্বোচ্চ। এর আগে তিনি ২০২২ সালে ট্রেন্ট ব্রিজে ৪০ ওভার বল করেছিলেন। ৩৬.২ ওভারের মধ্যে তিনি একদিনেই করেছিলেন ২৩ ওভার। যা তার ক্যারিয়ারে একদিনে সর্বোচ্চ। প্রথম স্পেলে ৮ ওভার, দ্বিতীয় স্পেলে ৮ ওভার ও তৃতীয় স্পেলে এসে করেন ৭ ওভার।

অথচ ২০২৩ সালের অক্টোবরে হাঁটুর অস্ত্রোপচারের পর ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে তিন টেস্টে তিনি বল করেছিলেন ৪৯ ওভার। ওই সিরিজে ৫ উইকেট নিয়ে ২০০ উইকেট শিকারের মাইলফলক স্পর্শ করেছিলেন।

টটেনহ্যামের জালে লিভারপুলের গোল উৎসব

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন

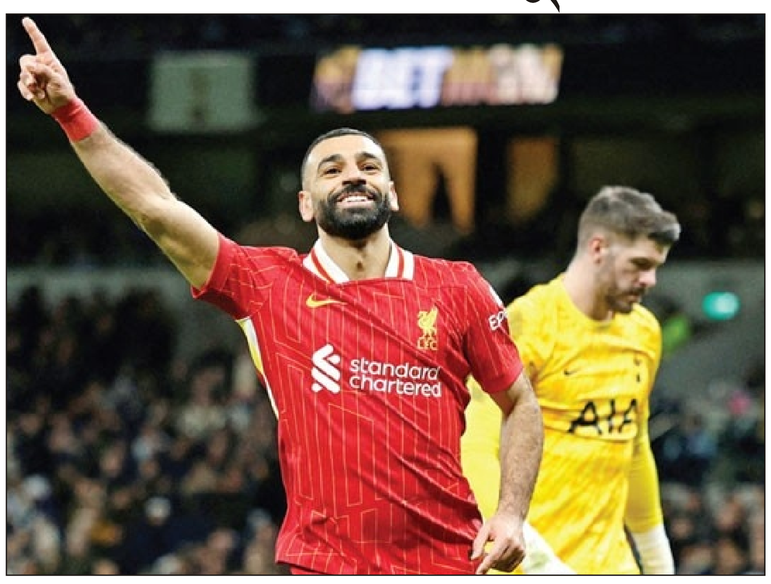

পর পর দুই ম্যাচ ড্র করে চেলসির সাথে পয়েন্টের ব্যবধান কমেছিলো লিভারপুলের। এবার জয়ে ফিরে টেবিলে শীর্ষস্থানটা আরো মজবুত করলো অলরেডরা। লুইজ দিয়াজ আর মোহাম্মদ সালাহর জোড়া গোলে দুই ম্যাচ পর বড় জয়ের মুখ দেখলো লিভারপুল। রোববার রাতে টটেনহ্যামের মাঠে স্বাগতিকদের ৬-৩ গোলে বিধস্ত করেছে তারা। টটেনহ্যাম প্রাণপণ চেষ্টা করেছে ঘুরে দাঁড়াতে। কিন্তু সবদিক থেকে নিখুঁত ফুটবল উপহার দিয়ে দারুন জয় তুলে নিলো লিভারপুল। টটেনহামের ভক্তদের সামনে গোল উৎসব করে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে পয়েন্ট টেবিলের দ্বিতীয় স্থানে থাকা চেলসির সাথে ব্যবধান বাড়ালো চার পয়েন্টে। মোহামেদ সালাহ ও লুইস দিয়াজ করেছেন জোড়া গোল। বেশ কয়েকটি সুযোগ নষ্ট করার পর দিয়াজের হেডে এগিয়ে যায় লিভারপুল। ট্রেন্ট আলেক্সান্ডার আর্নল্ডের মাপা ক্রসে ২৩ মিনিটে হেডে জাল কাঁপান কলম্বিয়ান তারকা। ১৩ মিনিট পর আরেকটি হেডে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন অ্যালেক্সিস ম্যাক অ্যালিস্টার। হাফ টাইমের চার মিনিট আগে বাঁকানো শটে মৌসুমের অষ্টম গোল করে স্পারদের আশার আলো জ্বালান জেমস ম্যাডিসন। কিন্তু ডোমিনিক সোবোসলাইকে দিয়ে গোল করে তা নিভিয়ে দেন সালাহ। ৫৪ মিনিটে বেশ কাছ থেকে গোল করে বিলি লিডেলের ২২৮ ক্লাব গোলের রেকর্ডে ভাগ বসান সালাহ। সাত মিনিট পর সোবোসলাইয়ের অ্যাসিস্টে গোল করে ক্লাবের চতুর্থ সর্বোচ্চ গোলদাতার আসনে বসেন মিশরীয় ফরোয়ার্ড। ১৬ লিগ ম্যাচে ১৫ গোল করে শীর্ষ গোলদাতার আসনও পাকা করলেন তিনি। দুই গোল কম করে দ্বিতীয় স্থানে ম্যানসিটির আর্লিং হাল্যান্ড। খেলার ১৮ মিনিট বাকি থাকতে দেহান কুলুসেভস্কি টানা পঞ্চম ম্যাচে গোলের দেখা পান। ৮৩ মিনিটে টটেনহ্যামের ডোমিনিক সোলাঙ্কি গোল করলে ম্যাচে কিছুটা উত্তেজনা ফেরে। যদিও ৫-২ থেকে তাদের ঘুরে দাঁড়ানোর আশা ছিল অনেকটাই অবাস্তব। দিয়াজ তার দ্বিতীয় ও দলের ষষ্ঠ গোল করলে তিন গোলের ব্যবধানে জয় নিশ্চিত করে লিভারপুল।

এদিকে, আগের ম্যাচে ম্যানচেস্টার সিটিকে হারিয়ে ছন্দে ফিরেছিল ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। নতুন কোচ রুবেন অ্যামোরিমের অধীনে জয়ের ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে পারছেনা তারা। রোববার ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে বোর্নমাউথের কাছেও হারলো ৩-০ গোলে। ঠিক যেন গত বছরের পুনরাবৃত্তি। ২০২৩ সালের ডিসেম্বরেও ওল্ড ট্র্যাফোর্ড থেকে ৩-০ গোলে জিতে ফিরেছিল বোর্নমাউথ। এবারও তারা উড়িয়ে দিলো রেড ডেভিলসদের। প্রথমার্ধে ডিন হুইসেন লিড এনে দেন অতিথিদের। ২৯ মিনিটে রায়ান ক্রিস্টির ফ্রি কিক থেকে ভাসানো বল জশুয়া জির্কজির চেয়ে উঁচুতে লাফিয়ে হেড করে জাল কাঁপান তিনি। প্রথমার্ধের শেষ দিকে ইউনাইটেড কয়েকবার গোলমুখে শট নিলেও তা জালে জড়াতে পারেনি। বরং দ্বিতীয়ার্ধে দুই মিনিটে দুই গোল করে বোর্নমাউথ ম্যাচ হাতের মুঠোয় নিয়ে নেয়। ৬১ মিনিটে পেনাল্টি থেকে গোল করেন জাস্টিন ক্লুইভার্ট। ম্যানইউর বক্সে নোসাইর মাজরাওইর ফাউলের শিকার হন এই ডাচ উইঙ্গার। নিজেই শট নিয়ে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন। দুই মিনিট পর ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে অতিথি দর্শকরা গর্জে ওঠে আরেকবার। ডাঙ্গো ওত্তারা বক্সের মধ্যে সিমেনিওকে পাস দেন। ইউনাইটেড ডিফেন্ডার লিসান্দ্রো মার্টিনেজ হালকা প্রতিরোধ করেছিলেন। কিন্তু সিমেনিওর শক্তিশালী শট ওনানাকে পরাস্ত করে। ঘরের মাঠে আরেকটি পরাজয় নিয়েই মাঠ ছাড়ে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। আরেক ম্যাচে এভারটনের সাথে গোলশূণ্য ড্র করেছে চেলসি। ১৭ ম্যাচে ২২ পয়েন্ট নিয়ে ১৩তম স্থানে ম্যান ইউ। সমান ২৮ পয়েন্ট নিয়ে বোর্নমাউথ আছে পাঁচে। ১৬ ম্যাচে ৩৯ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে লিভারপুল। এক ম্যাচ বেশি খেলে ৩৫ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে চেলসি। ১৭ ম্যাচ খেলে ২৩ পয়েন্ট পাওয়া টটেনহ্যামের অবস্থান এগারতম।

সাকাকে হারানো বড় ধাক্কা: আর্সেনাল কোচ

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন

আর্সেনালের হয়ে ক্যারিয়ারের ২৫০তম ম্যাচ খেলতে নামছিলেন বুকায়ো সাকা। ক্রিস্ট্যাল প্যালেসের বিপক্ষে মাইলফলকের ম্যাচটা রাঙানোর লক্ষ্যেই হয়তো নেমেছিলেন তিনি। তবে যেভাবে মাঠ ছেড়েছেন তা হয়তো স্বপ্নেও কল্পনা করেননি সাকা। ম্যাচের ২৫ মিনিটের সময় হ্যামস্ট্রিংয়ের চোট নিয়ে মাঠ ছাড়েন আর্সেনালের এই ফরোয়ার্ড। পরে তো শেলহার্স্ট পার্ক ছাড়েন ক্রাচে ভর করে। তার এমন দৃশ্য দেখার পরেই আঁচ করা গিয়েছিল লম্বা সময়ের জন্যই মাঠের বাইরে থাকতে হতে পারে তাকে।

এবার সেই শঙ্কাই প্রমাণিত হয়েছে। দীর্ঘদিনের জন্যই মাঠের বাইরে থাকতে হবে তাকে। সাকার চোটের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন কোচ মিকেল আর্তেতা। শিষ্যর চোটকে বড় ধাক্কার উল্লেখ করে আর্সেনাল কোচ বলেছেন, 'ভালো সংবাদ নয়। সে কয়েক সপ্তাহের জন্য মাঠের বাইরে যাচ্ছে। এটা বড় ধাক্কার। তবে ছাড়া ঘুরে দাঁড়ানো এখন আমাদের চ্যালেঞ্জ।'

যথার্থই বলেছেন আর্তেতা। এই মৌসুমে সব মিলিয়ে মোট ৯ গোল ও ১৩ অ্যাসিস্ট করে দলের সেরা ফুটবলারও ২৩ বছর বয়স রাইট উইঙ্গার।

তার না থাকাটা তাই নিশ্চিতভাবেই বড় ধাক্কার গানারদের। শোনা যাচ্ছে কমপক্ষে ৬ সপ্তাহ হতে পারে।

নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে শ্রীলঙ্কার ওয়ানডে দলে চমক

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন

নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজের জন্য ১৭ সদস্যের স্কোয়াড ঘোষণা করেছে শ্রীলঙ্কা। কিউই সফরের জন্য দলে ডাক পেয়েছেন লেগ স্পিনিং অলরাউন্ডার ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা ও ফাস্ট বোলার লাহিরু কুমারা। আর লঙ্কান দলে প্রথমবার ডাক পেয়েছেন ফাস্ট বোলার ইশান মালিঙ্গা।

গত নভেম্বরে ঘরের মাঠে হ্যামস্ট্রিং ইনজুরির কারণে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজে খেলতে পারেননি হাসারাঙ্গা। সোমবার (২৩ ডিসেম্বর) দল থেকে চারটি পরিবর্তন করে ১৭ সদস্যের তালিকা প্রকাশ করে শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ড (এসএলসি)। দল থেকে বাদ পড়েছেন দুশান হেমান্থা, কুশাল পেরেরা, সাদিরা সামারাবিক্রামা ও দিলশান মাদুশাঙ্কা।

প্রথমবারের মতো জাতীয় দলের জার্সি গায়ে চাপানোর সুযোগ পেয়েছেন তরুণ পেসার ইশান মালিঙ্গা। এখন পর্যন্ত ১২টি লিস্ট 'এ' ম্যাচে তিনি ২০ উইকেট নিয়েছেন। ১৬টি প্রথম শ্রেণির ম্যাচে তার সংগ্রহ ৩৯ উইকেট। একই শ্রেণির ১৩টি টি-টোয়েন্টিতে মালিঙ্গার উইকেট সংখ্যা ১৩।

আগামী ৫, ৮ এবং ১১ জানুয়ারি মাঠে গড়াবে নিউজিল্যান্ড এবং শ্রীলঙ্কার মধ্যকার ওয়ানডে সিরিজের তিন ম্যাচে। খেলাগুলো হবে যথাক্রমে ওয়েলিংটন, হ্যামিল্টন এবং অকল্যান্ডে।

শ্রীলঙ্কার ওয়ানডে স্কোয়াড

চারিথ আসালাঙ্কা (অধিনায়ক), পাথুম নিসাঙ্কা, আভিষকা ফার্নান্দো, নিশান মাদুশাঙ্কা, কুশল মেন্ডিস, কামিন্দু মেন্ডিস, জানিথ লিয়ানাগে, নুয়ানিদু ফার্নান্দো, দুনিথ ভেল্লালাগে, ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা, মাহিশ থিকশানা, জেফরে ভ্যান্ডারসে, চামিন্দু বিক্রমাসিংহে, আসিথা ফার্নান্দো, মোহাম্মদ শিরাজ, লাহিরু কুমারা ও ইশান মালিঙ্গা।

■ স্বত্বাধিতকারী, প্রকাশক, মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৮৩৮২০৩১
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata- 700019 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR